

মহাকবি রামচন্দ্র কবি ভারতী বিরচিত

# ভক্তি-শতকম্

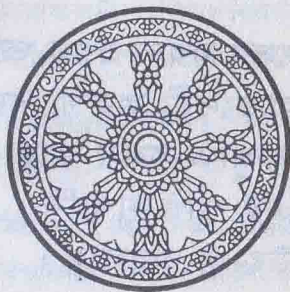


অনুবাদক

শ্রীজ্যোতিঃপাল মহাথের

মহাকবি রামচন্দ্র কবি ভারতী বিরচিত

# ভক্তি-শতকম্



পুনঃ অনুবাদক

শ্রীজ্যোতিঃপাল মহাথের



স্বর্গীয় পিতৃদেব বরদা চরণ তালুকদার  
স্বর্গীয়া মাতৃদেবী করুণা বড়ুয়ার  
পুণ্যস্মৃতি বর্ধন কল্পে  
এই পুস্তিকাখানি  
উৎসর্গ করলাম ।

তোমাদের সন্তান-সন্ততি  
নিরোদ বরণ বড়ুয়া  
সহধর্মিনী চন্দনা বড়ুয়া

সমগ্রসংগ্রহ  
সমগ্রসংগ্রহ

# ভক্তি-শতকম্



প্রকাশক

নিরোদ বরণ বড়ুয়া

ও

সহধর্মিনী চন্দনা বড়ুয়া

ডোমখালী, রাউজান, চট্টগ্রাম।



প্রকাশকাল

আশ্বিনী পূর্ণিমা, ২৫৪৩ বুদ্ধাব্দ

২৪শে অক্টোবর '৯৯ ইংরেজী



মুদ্রণে

ময়নামতি আর্ট প্রেস

৫১, ঘাটফরহাদবেগ, চট্টগ্রাম। ফোন : ৬১৪৭৯৬

(আন্দরকিল্লা মেটারনিটি হাসপাতালের পূর্ব পার্শ্বে)



মূল্য : ২০ (বিশ) টাকা মাত্র



প্রাপ্তিস্থান

বিশ্বশান্তি প্যাগোডা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।



# জ্ঞাপনী

যাহার অগাধ অন্তর-নির্ব্বার ভক্তি রসামৃতে পূর্ণ, কিছুতেই উহা তলিয়া থাকিতে চায় না। একদা প্রবল বেগে আবরণী ঠেলিয়া স্রোতস্থিনী রূপে অবিরাম গতিতে পৃথিবীর বক্ষে ছুটিতে থাকে। ইহাতে জগতের কি উপকার এবং কি বা অপকার হইতেছে সে তাহা বুঝে না এবং বুঝিবার চেষ্টাও করেনা। রুদ্ধ উদ্বেগ জ্বালাময়। তাহা অন্তরে গুরু গুমরণে ভীষণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে।

মহাকবি রামচন্দ্র ভারতী শ্রীবুদ্ধে প্রসাদ লাভ করিয়া তাঁহার অন্তরের ভক্তিধারা চাপিয়া রাখিতে পারেন নাই। অজ্জুনের ভাস-পক্ষীর অক্ষিদর্শন তুল্য, ভক্তিবশে তিনি বিম্বে একমাত্র বুদ্ধকেই দেখিতে পাইয়াছিলেন, যিনি সর্ব্বগুণে লোকান্তর ছিলেন। তাঁহার গুণ-কথনে তিনি দিক্-বিদিক্ দর্শন করেন নাই। অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে কেবল এক অফুরন্ত ভক্তি-স্রোত নির্গত হইয়াছিল। অন্তরের শুদ্ধ স্পর্শই ভক্তির জনক। অন্তর অগাধ সুতরাং ভক্তি রসও অফুরন্ত। ঈদৃশী ভক্তি যার নাই মহাপ্রাজ্ঞ হইলেও পরমার্থ সাক্ষাৎকার তাঁর হইয়া উঠে না। অতি প্রজ্ঞা বিক্ষিপ্ত উৎপাদন করিয়া নিজেকে পরমার্থ লাভে অসমর্থ করিয়া দেয়। ভক্তি-শাসিত প্রজ্ঞা এবং প্রজ্ঞা-শাসিত ভক্তিই তম বিনাশ করিয়া আলোক উৎপাদন করে।

কবি ভারতীর ভক্তি প্রজ্ঞা-শাসিত বলিবার যথেষ্ট কারণ আছে। এই শতকের চতুর্দশ শ্লোকেও বুঝা যায় যে তিনি অন্ধ বিশ্বাসে ত্রিরত্ন-শরণে অগ্রসর হন নাই। ত্রিভুবন পরীক্ষা করিয়াই রত্নত্রয়ে শরণাগত হইয়াছিলেন। ভক্তি-শতকের আরও অনেক শ্লোকে জ্ঞান যেন তার প্রতোদ-দন্ড উত্তোলন করিয়াই আছে।

কবি রামচন্দ্র ভারতী বাঙ্গালী ছিলেন। বাঙ্গালার বারেন্দ্র জিলায় বেরবতী গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি কাত্যায়ন গোত্রীয় ছিলেন। তর্ক, ব্যাকরণ, ছন্দ তথা পুরাণ, বেদ শাস্ত্রাদিতে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে সিংহলে যখন রাজা পরাক্রম বাহু রাজত্ব করিতেছিলেন এবং যে সময় তথাকার সংঘরাজ শ্রীমৎ রাহুল

মহাস্থবির আপন অসাধারণ বিদ্বত্তা এবং কবিত্ব শক্তির জন্য বিখ্যাত হইয়াছিলেন এ সময়ে কবি ভারতী সিংহলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কবি ভারতী শ্রীমৎ রাহুল স্থবিরের গুণমুগ্ধ হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার পূর্বক “ত্রিপিটক”- অধ্যয়ন করেন। অবশেষে যখন তাঁহার নিশ্চয় প্রতীতি জন্মিল যে বুদ্ধ ধর্মই একমাত্র নির্বাণ দায়ক, তখন তিনি ব্রাহ্মণ্যধর্ম পরিহার করিয়া ত্রিরত্নের শরণাপন্ন হন এবং এই “ভক্তি শতকম্” রচনা করেন।

স্নেহাস্পদ শ্রীমৎ আনন্দ কৌশল্যায়নজীর হিন্দী ভাষানুদিত “ভক্তি-শতকম্” দেখিয়াই আমার এই পুস্তিকা অনুবাদের প্রেরণা জন্মে। এই অনুবাদ খানা ঠিক অনুবাদও নহে ব্যাখ্যাও নহে। সুবিধার দিকেই মাত্র দৃকপাত করিয়াছি। এই অনুবাদ কার্যে আমি লক্ষ্মা নিবাসী আচার্য্য শ্রীমৎ শীলঙ্ক মহাস্থবির কৃত “ভক্তি-শতকের” ব্যাখ্যা পুস্তক এবং শ্রীমৎ আনন্দ কৌশল্যায়নজীর অনুবাদ পুস্তিকা হইতে বহুল পরিমাণে সাহায্য লাভ করিয়াছি। এতদুভয় সাহায্য না পাইলে আট/দশ দিনে পুস্তিকা সংগঠন দুর্ঘট হইত। আমি তাঁহাদের উভয়ের নিকট কৃতজ্ঞ। নালন্দা বিদ্যাভবনের আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীমৎ আনোমদর্শী ভিক্ষু, আমার শিষ্য পণ্ডিত শ্রীমৎ ধর্মাধার স্থবির ও শ্রীমৎ বিবেকানন্দ ভিক্ষু ইহার মুদ্রণে ও প্রচ্ছদর্শনে যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করিয়াছে, তজ্জন্য তাহাদের গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনা করি। শ্রদ্ধাবান উপাসক শ্রীযুত মহারাজ মহাজনের অর্থানুকূলে ইহা প্রকাশিত হইল; তজ্জন্য তিনি ধন্যবাদার্থ।

বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবির

১২-২-১৯৪৫ ইং

উপাধ্যায়

কলিকাতা

নালন্দা বিদ্যাভবন।

## দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

১৯৩৫ সন থেকে ১৯৩৮ সন পর্যন্ত কলকাতা নালন্দা বিদ্যাভবনে অবস্থানকালে আমি প্রত্যহ লক্ষ্য করতাম, অতি বৃদ্ধ ও অতিশয় সরল প্রকৃতির এক ব্যক্তি ধর্মাংকুর বিহারে এসে একটি বাক্স হাতে নিয়ে চলে যেতেন। তাঁর কর্তব্য ছিল কলকাতাবাসী বড়ুাদের ঘরে ঘরে গিয়ে সারাদিন বিহারের জন্য মাসিক চাঁদা সংগ্রহ করা এবং সন্ধ্যার সময় এসে বিহার ফাঙে উশলকৃত চাঁদা জমা দেওয়া। আমরা প্রত্যেকে তাঁকে জ্যাঠা বলে সম্বোধন করতাম। তিনি প্রায় সময় ভিক্ষু শ্রামণদের জন্য খাবার সামগ্রী নিয়ে আসতেন। তিনি হলেন শ্রী মহারাজ মহাজন।

১৯৩৫ সনে পরমারাধ্য দাদা গুরু মহাপণ্ডিত শ্রমিৎ বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবির তখন নালন্দা বিদ্যাভবনের উপাধ্যায় ছিলেন। তখন তিনি মহাপণ্ডিত রামচন্দ্র কবি ভারতী বিরচিত “ভক্তি শতকম্” নামক সংস্কৃত ভাষার গ্রন্থটি বঙ্গানুবাদ করেন। আমাদের জ্যাঠা শ্রী মহারাজ মহাজনের অর্থানুকূলে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। তখন গ্রন্থটির চাহিদা ছিল অনেক বেশি। এজন্য সহসাই গ্রন্থটি নিঃশেষ হয়ে পড়েছিল।

আমি ১৯৮৩ সনে কলকাতা গিয়ে গ্রন্থটির খোঁজ করতে করতে একদিন আমি তালতলা গিয়ে জ্যাঠা মশাইর পুত্র ডাঃ রবীন্দ্র বড়ুয়া মহাজনের বাড়ি গিয়ে পৌঁছলাম। আমার প্রয়োজন প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমাকে “ভক্তি শতকম্” এর একটি কপি দান করলেন। কয়েকদিন পর প্রসন্ন চিন্তে আমি দেশে ফিরে আসলাম। গ্রন্থটি যার চোখে পড়েছিল সেই তা পাওয়ার জন্য অত্যাগ্রহী ও উদগ্রীব ছিল। এভাবে টানাটানি করতে করতে এখন ইহা নষ্ট প্রায়। আমি মনে মনে ভাবছিলাম গ্রন্থটি বঙ্গানুবাদ করে বাংলাদেশে প্রকাশ করা প্রয়োজন। তাই আমিও বঙ্গানুবাদ করলাম। পূজনীয় দাদাগুরুর অনুবাদে আর আমার অনুবাদে বিশেষ কোন বেশ-কম বা বড় ধরণের ব্যতিক্রম নেই। দাদাগুরুর অনুবাদ অত্যন্ত কঠিন বিদ্যাসাগরী ভাষা। আমি সে ভাষার কঠিনত্ব ত্যাগ করে অত্যন্ত

সরল ভাষায় অনুবাদ করার চেষ্টা করেছি। মহাকবি রামচন্দ্র কবি ভারতী গৌর দেশীয় বিখ্যাত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। ভারতীয় সর্ব শাস্ত্র সমাপ্ত করে পঞ্চদশ শতকে বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান অর্জনের নিমিত্ত তিনি পাড়ি জমালেন সুদূর শ্রীলংকায়। তখন শ্রীলংকার রাজা ছিলেন পরাক্রম বাহু এবং সংঘরাজ ছিলেন মহামান্য শ্রীমৎ রাহুল মহাস্থবির। রামচন্দ্র কবি ভারতী মহামান্য সংঘরাজের অসাধারণ বিদ্যাবত্তা ও কবিত্ব শক্তির প্রতি মুগ্ধ হয়ে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হলেন। তখন তিনি উপলব্ধি করলেন যে, একমাত্র বুদ্ধের দেশিত ধর্মই জীবনুক্তির প্রকৃষ্ট পন্থা। পরে তিনি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম পরিত্যাগ করে ত্রিরত্নের শরণাপন্ন হন। সেখানে বসেই তিনি “ভক্তি শতকম্” গ্রন্থটি রচনা করেন। রামচন্দ্র কবি ভারতীর অসাধারণ প্রতিভা অগাধ শাস্ত্র ভজন ও কবিত্ব শক্তি লক্ষ্য করে দেশে ফিরিবার প্রাক্কালে শ্রীলংকার ভিক্ষু সংঘ, রাজা পরাক্রম বাহু এবং জনসাধারণ সম্মিলিতভাবে তাঁকে “শ্রীবৌদ্ধাগম চক্রবর্তী” অভূতপূর্ব অভিধায় বিভূষিত করেন। অতঃপর তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন পূর্বক বৌদ্ধ ধর্মাদর্শ প্রচার করতে থাকেন।

পবিত্র ‘ধর্মপদে’ উল্লেখ আছে— ‘সবদানং ধম্মদানং জিনাতি’। বিশ্ব শান্তি প্যাগোডার অন্তর্গত গোবিন্দ-গুণালংকার বৌদ্ধ ছাত্রাবাসের পরিচালক শ্রী নিরোদ বরণ বড়ুয়া ও তাঁর সহধর্মিনী শ্রীমতি চন্দনা বড়ুয়া বুদ্ধের ধর্মাদর্শের প্রতি স্বতঃ প্রণোদিত ও ভক্তি আপ্ত চিত্তে এ গ্রন্থের প্রকাশনার উদ্দেশ্যে সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেছেন। আমি তাঁদের সর্বাঙ্গীন কুশল কামনা করি। এ পুস্তক প্রকাশের ফলে যদি জাতি, সমাজ ও দেশের কল্যাণ সাধিত হয় তাহলে আমার এ প্রয়াস, তথা প্রকাশকের অর্থ ব্যয় সার্থক হবে বলে মনে করি।

সক্রে সত্তা ভবন্তু সুখিত’ত্তা

আশ্বিনী পূর্ণিমা

২৫৪৩ বুদ্ধাব্দ

২৪শে অক্টোবর ১৯৯৯ ইং

শ্রীজ্যোতিঃপাল মহাথের

অধ্যক্ষ

বিশ্ব শান্তি প্যাগোডা



## নমস্তস্মৈ ভগবতে হইতে সম্যক সম্বুদ্ধায়

(১)

জ্ঞানং যস্য সমস্তবস্তু বিষয়ং যস্যানবদ্যং বচো  
যস্মিন্ রাগলবোহপি নৈব ন পুনর্দেষো ন মোহস্তথা ।  
যস্যাহেতুরনন্তসত্ত্ব সুখদাহনশ্চা কৃপা মাধুরী  
বুদ্ধো বা গিরিশোহথবা স ভগবাং স্তস্মৈ নমস্কুর্মহে । ।

যাঁর জ্ঞান জগতের সমগ্র বিষয়ে পরিব্যাপ্ত, যাঁর বাক্য নির্মল নির্দোষ,  
যাঁর অন্তরে লেশমাত্র লোভ, দ্বেষ, মোহ বিদ্যমান নেই । অধিকন্তু  
যাঁর অন্তর অসীম অনন্ত প্রাণী গণের প্রতি অপরিসীম মৈত্রী করুণায়  
ভরপুর, অনন্ত সুখ দায়িনী; তিনি বুদ্ধই হন বা গিরীশই হন, তিনিই  
আমার ভগবান । তাঁকে আমি প্রণতি জ্ঞাপন করছি ।

(২)

দেবঃ শঙ্কুর্ন বৈরী হরিরপি ন রিপুঃ কেবলী নো সপত্নো  
নোহদাসীনঃ স্বয়ম্ভু ন চ পুনরপরে তে পরে বাসবাদ্যাঃ ।  
শাস্তা বুদ্ধো ন বন্ধুর্জগতি ন জনকো নৈকগোট্রৈক জাতিঃ  
কিন্ত্বেযাং বীতরাগো ভবতি সকল বিদ্যাঃ সুধীভিঃ সসেব্যঃ । ।

দেবশঙ্কু আমার বৈরী নহেন, হরি আমার রিপু নহেন, কেবলী  
(তীর্থঙ্কর) আমার শত্রু নহেন । স্বয়ম্ভুর প্রতি আমার উপেক্ষা নাই  
এবং বাসবাদিও আমার পর নহেন; পক্ষান্তরে শাস্তা বুদ্ধও আমার  
বন্ধু নহেন । আমার জনক বা সগোত্র সজ্ঞাতি নহেন! তাঁদের মধ্যে  
যিনি বীতরাগ, যিনি সর্বজ্ঞ, তিনিই সুধিগণ-সেব্য ।

৩

ব্রহ্মাবিদ্যাভিভূতো দুরধিগম মহামায়াহলিঙ্গিতোহসৌ  
 বিষ্ণুরাগাতিরেকান্নিজনপুষ্টি ধৃতা পার্বতী শঙ্করেণ ।  
 বীতাবিদ্যো বিমায়ো জগতি স ভগবান্ বীতরাগো মুনীন্দ্রঃ  
 কঃ সেব্যো বুদ্ধিমন্দির্বদত বদত মে ভ্রাতরন্তেষু মুক্ত্যৌ ॥

ব্রহ্মা অবিদ্যাভিভূত, বিষ্ণু দুরধিগম্য মহামায়াকে আলিঙ্গন করেছেন  
 এবং শঙ্কর অতি কামাসক্ত হয়ে পার্বতীকে নিজ শরীরে ধারণ  
 করেছেন, সংসারে ভগবান মুনীন্দ্রই কেবল অবিদ্যাশূন্য, মায়া  
 পরিহীন এবং অনাসক্ত । হে ভ্রাতঃ! বল, বল, মুক্তির জন্য ইঁহাদের  
 মধ্যে পণ্ডিতগণ কার উপাসনা করবেন?

৪

ব্রাহ্মং বৈষ্ণবমৈশ্বরঞ্চ বহুধা লব্ধ্বা পদং হেতুতঃ  
 সংসারে বত সংসরন্তি পুনরপ্যেকান্ত দুঃখাম্পদে ।  
 কিস্তৈর্দেহ ভূতামপায় বহুলৈরাদ্যন্তবদ্ভিস্পদৈ-  
 স্তস্মান্নিত্যমনাদিমধন্যনিধনং বৌদ্ধং পদং প্রাথ্যতাম্ ॥

বিবিধ চেষ্টা দ্বারা মানব ব্রহ্মপদ, বিষ্ণুপদ বা মহেশ্বর পদ প্রাপ্ত হয়েও  
 পুনঃ তৃষ্ণা হেতু একান্ত দুঃখময় সংসারে ভ্রমন করতে থাকে । এক্রপ  
 নরকাদি দুঃখালয় এবং উৎপত্তি-স্থিতি-সংহার-স্বভাব পদ দ্বারা প্রাণিদের  
 কী লাভ? উৎপত্তি-স্থিতি-সংহার রহিত যেই নিৰ্ব্বাণ পদের উপদেশ  
 ভগবান বুদ্ধ প্রদান করেছেন তোমরা তাঁরই উপাসনা কর ।

৫

চিদাকারং মূচ্ছং বিভু বিশদমাকার রহিতং  
 নিরীহং নীরূপং নিরবধি কৃপাবীজমজরম্ ।  
 সমস্তজ্ঞং সর্বোপধিরহিত মৈশ্যাদমৃতদং  
 জিতানঙ্গৈঃ সেব্যং ভবতু মম তদ্ বস্তু শরণম্ ॥

জ্ঞানস্বরূপ, সূক্ষ্ম, সর্বব্যাপী, বিশদ, নিরাকার, তৃষ্ণাহীন, অরূপ, অনন্ত, করুণা-নিদান, অজর, সমস্তজ্ঞ, সর্বোপধিরহিত, শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত এবং অমৃত দাতা, অনঙ্গ (কামদেব) বিজয়ী, যা বুদ্ধ কর্তৃক সেব্য তদন্তুই আমার আশ্রয় হোক ।

(৬)

অনীয়োহণোঃ ক্লেশা প্রতিহত মনন্তঞ্চ মহতো

মহীয়ো মাহাত্ম্য প্রবিজিতজগদ্ভুরিকরণম্ ।

দ্বিবাহুং নিব্বাহুং দ্বিপদমপদং সত্রিবদনং

দ্বিনেত্রং নির্ণেত্রং সগুণমগুণং তত্ত্ব শরণম্ । ।

যিনি সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম, মহতোমহান, পবিত্র অনন্ত, নিজ মাহাত্ম্যে ক্লেশ দ্বারা প্রতিহত হওয়ার নহেন, বিজিত-জগৎ, মহাকারণিক, দ্বিবাহু (আজ্ঞাহস্ত ও শ্রদ্ধাহস্ত), অবাহু (উপাদান ও নামরূপ- এই পক্ষদ্বয় রহিত), দ্বিপদ (স্বভাব পদ ও ঋদ্ধি), অপদ (উৎপত্তি-নিষ্পত্তি রহিত), ত্রিবদন (অনিমিত্ত বিমোক্ষ মুখ, অপ্রনিহিত বিমোক্ষ মুখ, শূন্যতা বিমোক্ষ মুখ), দ্বিনেত্র (স্বভাব নেত্র, দিব্য নেত্র), নির্ণেত্র (স্বাস্থ্য ও উচ্ছেদ দৃষ্টিহীন) সগুণ (শীল সমাধি, প্রজ্ঞা গুণ), নিৰ্গুণ (সত্ত্বঃরজ তমগুণ রহিত)- তিনিই আমার আশ্রয় ।

(৭)

সদানন্দং তথ্যং সরসহৃদয়ং সুক্তিসদনং

সতাং সেব্যং সম্যক্‌সমধিগত তত্ত্বং সমমনঃ ।

স্বতস্‌সিদ্ধং সাধ্যং সকলফলদং সৌম্যবদনং

সদীয়ং সৰ্ববীযং ভবতু মম তদন্তু শরণম্ । ।

যিনি সদানন্দ, তথ্য (যথার্থ জ্ঞানী), উদার হৃদয়, সদুক্তিসদন, সজ্জন সেব্য, সম্যকরূপে তত্ত্ব সম্প্রাপ্ত, স্বতঃসিদ্ধ । সাধ্য, সর্বফলদায়ী, সৌম্য বদন, সদীয় (কালমুক্ত) সর্বীয় (সর্বব্যাপ্ত), সেই বুদ্ধই আমার একমাত্র আশ্রয় হোন ।

(৮)

স্বয়ম্ভুতাভিজ্ঞং ভবভয়হরং ভীতিরহিতং  
স্কুরদ্রাগ্যং ভোগোজ্জ্বলমহতবীৰ্য্যং মদনজিত্ ।  
চতুৰ্ম্মার্গং শুদ্ধপ্রকৃতি চ তথাহকৰ্ত্তৃকমিদং  
মুদং লোকোত্কৃষ্টামতনু তনুতাং বস্তু জগতাম্ ।।

যিনি স্বপ্রযত্নে অভিজ্ঞা প্রাপ্ত, ভবভয় হর, অকুতো ভয়, সমুদিত  
ভাগ্য, নিস্পৃহ, দশবলধারী, মদনজিৎ, চতুৰ্ম্মার্গী, শুদ্ধ প্রকৃতি,  
নিরহঙ্কার, নন্দিত, জগৎ-শ্রেষ্ঠ, সমুদয় বস্তু-জগতের মহদাসক্তির  
উচ্ছেদকর্ত্তৃ তিনিই (বুদ্ধই) আমার শরণ হোক ।

(৯)

কুচিনীলং পীতং কুচিদপি চ রক্তং কুচিদপি  
কুচিচন্দ্রচ্ছায়াং কুচিদপি চ মাজ্জিষ্টরুচিরম্ ।  
কুচিচ্চ প্রাভাস্বর্য্যং যদহয়তি চ বর্ণব্যতিকরা-  
চ্ছিখাষ্টকং তৈস্তৈর্দধদুপরি তদ্বস্তু শরণম্ ।।

যাঁর কোথাও নীল, কোথাও পীত, কোথাও রক্তিম, কোথাও বা চন্দ্র  
চ্ছায়েোপম, তুষার শুভ্রবর্ণ, কোথাও বা সুন্দর মাজ্জিষ্ট বর্ণ, কোথাও  
সমুজ্জ্বল এবং যিনি ছবর্ণোদ্ভব, নয়নারাম ষড়্রশ্মি জাল মন্তকোপরি  
ধারণ করেন, তিনি আমার শরণ হোন ।

(১০)

পরাবেদ্যং জাম্বুনদরুচিরবর্ণং ত্রিশরণং  
ত্রিযানং ত্রিপ্রজ্ঞং ত্রিভুবনভরং সত্রিবিচনম্ ।  
কৃপাপাত্রং মন্দম্মিতমরুণ-সঙ্গীবরধরং  
কৃতধ্যানং সিদ্ধাসনঘটিত পাঙ্গস্তু শরণম্ ।।



যিনি শত্রুর দ্বারা অভেদ্য, উজ্জ্বলসুবর্ণবর্ণ, ত্রিশরণ, ত্রিযান, ত্রিপ্রজ্ঞ, ত্রিভুভন- প্রতিষ্ঠা, সমত্রিবাচন, কৃপাধার, মন্দাস্থিত হাস, অরুণবর্ণ চীবর ধর, কৃতধ্যান এবং যাঁর চরণ সিদ্ধাসনবস্থায় স্থিত- সেই বুদ্ধই আমার একমাত্র শরণ হোন ।

(১১)

প্রসন্নং ফুল্লেন্দী বরনয়নযুগাং ত্রিপিটকং  
মুহূর্ব্যাকুর্বাণং সুরনরগণেভ্যঃ করুণয়া ।  
পরং শান্তং স্বর্ণোপলরজতলোষ্ট্রেযু চ সমং  
দৃশাং নব্যাতিথ্যং ভবতু মম তদ্বস্তু শরণম্ ।।

যিনি প্রসন্নবদন, বিকশিত নীলোৎপলের ন্যায় যাঁর নয়ন যুগল, যিনি দেব মানবের হিতার্থে করুণাপূর্বক সূত্রাদি পিটকত্রয় পুনঃ পুনঃ দেশনা করেছেন, যিনি সমগুণ সম্পন্ন, যাঁর নিকট সুবর্ণ উপল (পাষাণ), রজত ও মৃত্তিকা পিণ্ড সবই সমান, যিনি নবাগত অতিথি বর্গের চক্ষু স্বরূপ- তিনি আমার শরণ হোন ।

(১২)

শরণমিতি সদগ্রং সাধু গচ্ছামি বুদ্ধং  
শরণমিতি বিরাগাগ্রীয়মন্বেমি ধর্মম্ ।  
শরণমিতি গণানামগ্রিয়ং যামি সজ্জং  
শরণমিতি পুনস্ত্রীন্ দ্বিবিবারং ব্রজামি ।।

যিনি বীতরাগ গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আমি সেই সংসার দুঃখ হতে মুক্তির আধার ভূত বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করছি । বৈরাগ্য ধর্ম সমূহের মধ্যে নবলোকোত্তর ধর্মই উত্তম । আমি সেই ধর্মের শরণাগত হচ্ছি । বুদ্ধের শ্রেষ্ঠ অষ্ট আর্ঘ্য শ্রাবক সজ্জ ভব-দুঃখ মুক্তির একমাত্র প্রতিষ্ঠারূপে জ্ঞাত হয়ে আমি সেই সজ্জের শরণাগত হচ্ছি । পুনঃ দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার আমি অতিশয় ভক্তি সহকারে শরণাপন্ন হচ্ছি ।

(১৩)

পুনরপি শরণং ব্রজামি বুদ্ধং  
পুনরপি লোকগুরুং গুরুং করোমি ।  
পুনরপি কথয়ামি নৌমি বন্দে  
ত্বয়ি মম গৌতম! নৈব তৃপ্তিরাস্তে ।।

আমি আবার বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করছি, আবার ত্রিলোকাচার্য বুদ্ধকে  
গুরুরূপে বরণ করছি, কায়মনো বাক্যে আবার প্রণতি জানাচ্ছি ।  
হে গৌতম! তোমার শরণ গমনে আমার কিছুতেই তৃপ্তি হয় না ।  
পুনঃ পুনঃ শরণ করতেই ইচ্ছা হয় ।

(১৪)

ত্রিভুবনমসকৃন্নিরূপ্য যুস্মাত্  
পদসরসীরূহরেণু মাশ্রিতোহহম্ ।  
শরণময়ময়ঞ্চ দৈবতং মে  
গতিরপরা মম নাস্তি নাস্তি নাস্তি ।।

আমি স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল বহু পরীক্ষা করে ভবদীয় শ্রীপাদরেণু  
আশ্রয় করেছি, ইহাই আমার শরণ, ইহাই আমার দেবতা । আমার  
অন্য কোন গতি নাই, নাই, নাই ।

(১৫)

অনিত্যমখিলং দুঃখ মনাত্বেতি প্রবাদিনে  
নমো বুদ্ধায় ধর্ম্মায় সঙ্ঘায় চ নমো নমঃ ।।

সমস্ত সংস্কার অনিত্য, জন্ম-জরা মরণাদি দুঃখ পূর্ণ ও অনাত্ম বলে  
যিনি উপলব্ধি ও প্রকাশ করেছেন, আমি সেই বুদ্ধকে নমস্কার করি,  
তাঁর প্রচারিত ধর্ম্ম ও প্রতিষ্ঠিত সংঘকে নমস্কার করি, নমস্কার করি ।

(১৬)

ভো বীতরাগ ভগবৎস্তব পাদমেব  
বন্দে মুনীন্দ্র মুহুরেবমিমং প্রবন্দে ।  
ভুয়ঃ পুনঃ পুনরিমং পুরতঃ পরস্তাৎ  
পার্ষদ্বয়োরুপরি দিক্ষু বিদিক্ষু বন্দে ।।

হে নিরালয় বীতরাগ ভগবন! তোমার শ্রীপাদ পদে আমার নমস্কার ।  
হে মুনীন্দ্র! আমি ক্ষণে ক্ষণে তব শ্রীপাদরেণু প্রণাম করছি, পুনঃ  
পুনঃ অগ্রে পশ্চাতে, উভয় পার্শ্বে, উপরে নীচে দিক্ চতুষ্টয়ে এবং  
অনুদিকগুলো দিয়েও তোমার শ্রীপাদপদে বন্দনা করছি ।

(১৭)

গতমিহ ভবতা পথা চ যেন  
স্থিতমপি যত্র চ যত্র বা নিষগ্নম ।  
শয়িত মপি মুনীন্দ্র যত্র যোগাৎ  
তদপি শতং প্রণমামি পুণ্যতীর্থম্ ।।

হে মুনীন্দ্র! যে পথে তুমি গমন করেছ, দাঁড়িয়েছ, উপবেশন করেছ,  
এবং যেখানে তুমি সমাধিস্থ হয়ে শয়ন করেছ, আমি ঐ পুণ্য তীর্থ  
সমূহ শত শত বার প্রণাম করছি ।

(১৮)

সমজনি ভগবান্ স্বয়ং স্ম যস্মিন্  
সকলমবোধি চ যত্র ধর্মচক্রম্ ।  
বিশদতরমদীপি যত্র যস্মি-  
ন্নমুতিমপুরি তদপ্যহং নমামি ।।

হে তথাগত বুদ্ধ! তোমার জন্মভূমি লুধিনীবন, যেখানে তুমি মহাবোধি  
সাক্ষাৎ করেছ, সেই বোধিবৃক্ষ মূল এবং যেখানে বিশদরূপে ধর্মচক্র  
প্রবর্তন করেছ- সেই ঋষিপতনারাম আর যেখানে তুমি অনুপাধিশেষ  
নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়েছ সেই কুশিনগরের শালবনকেও আমি নমস্কার করি ।

(১৯)

সর্বজ্ঞ বজ্র সরসীরূহরাজহংসং  
 কুন্দেন্দুসুন্দররুচিং সুরবৃন্দবন্দ্যম্ ।  
 সদ্ধর্মচক্র সহজং জনপারিজাতং  
 শ্রীদন্তধাতুমমলং প্রণমামি ভক্ত্যা ।।

সর্বদর্শী সম্যক সম্বুদ্ধের মুখমন্ডলে রাজহংস তুল্য শোভা-সম্পন্ন  
 চন্দ্র কিরণ শুভ্র-রুচির কুন্দদন্ত শোভা পেত । যা সুরবৃন্দ বন্দনীয়,  
 জনগণের কল্পবৃক্ষ সদৃশ, সদ্ধর্ম চক্র যুক্ত সেই নির্মল দন্ত ধাতু  
 সাদরে নমস্কার করছি ।

(২০)

নাগালয়ো পরিধরালয়চক্রবালং-  
 মূর্ধ্নি ত্রিকূটগতকাঞ্চন শৈলশৃঙ্গে  
 বোধিধ্রুগমূল নিহিতাক্ষয় ধাতুবিশ্বং  
 বিভ্রন্নমামি শিরসা জিনচৈত্যমগ্রম্ ।।

নাগ ভবনোপরি ধরা পৃষ্ঠ চক্রবাল শীর্ষে ত্রিকূট পর্বতের কাঞ্চন  
 শৈল শৃঙ্গস্থ শ্রেষ্ঠ বুদ্ধচৈত্য, যৎসমীপে বোধিবৃক্ষ বিরাজমান এবং  
 যথায় অক্ষয় দন্ত ধাতু প্রতিষ্ঠিত করে মূর্তি নির্মাণ করা হয়েছে;  
 আমি জিনের সেই চৈত্য শ্রেষ্ঠকে প্রদক্ষিণ করতঃ নতশিরে বন্দনা  
 করছি ।

(২১)

হৈমাল বাল বলয়াস্তর-রত্নবেদী  
 বজ্রাসনোল্লসিত মূল মগেন্দ্র বোধিম্ ।  
 যং প্রাপ্য মার বিজয়ানুপদং প্রপেদে  
 সর্বজ্ঞতাং স ভগবাংস্তমহং নমামি ।।

সিঞ্চনের জন্য স্বর্ণময় জলাধারের বেষ্টন ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত রত্নবেদীর  
 বজ্রাসন দ্বারা যেই বোধিধ্রু রাজ মূল সুশোভিত এবং যাতে সমাসীন



হয়ে মার বিজয়ে সৰ্ব্বজ্ঞতা প্রাপ্ত হয়েছেন-সেই দ্রুমেন্দ্র বোধি  
পাদপদ্মে প্রণাম করছি ।

(২২)

মূৰ্দ্ধন্ব বুদ্ধং নম ত্বং শ্রবণ শৃণুসদা ধৰ্ম্মম দ্বৈতবাদি  
প্রোক্তং সৰ্ব্বজ্ঞরূপং নয়ন নিরূপমং পশ্য জিহ্বাঙষিপদ্বম্ ।  
ঘ্রাণ ত্বং চার্কবন্ধোঃস্তুহি সখিরসনে শ্রীঘনং পূজয়েথাঃ  
সিদ্ধং পাণে ব্রজাঙঘ্রে জিন সদন মদন্তদগুণং চিত্ত চিত্তয় । ।

হে আমার শির ! তুমি বুদ্ধকে নমস্কার কর, হে শ্রবণ! তুমি  
অদ্বৈতবাদী সম্বুদ্ধ কর্তৃক দেশিত ধৰ্ম্ম নিরবধি শ্রবণ কর, হে নয়ন!  
তুমি নিরূপম, বুদ্ধ শরীর বিলোকন কর, হে নাসিকে! তুমি বুদ্ধের  
চরণ কমল চুষন কর, হে সখী রসনে! তুমি অর্ক বন্ধু শাক্য মুনির  
স্তুতি কর, হে চরণ! তুমি সর্বদা বিহারে গমন কর হে চিত্ত! তুমি  
নিরবধি অর্হৎগুণ চিন্তন কর ।

(২৩)

বুদ্ধো ধৰ্ম্মশ্চ সজ্জস্মিতয়মিতি মহানর্ঘরত্নং মুমুক্শোঃ  
অদ্যারভ্যাহমস্মৈ ত্রিভবভয়ভিদে সন্দদাম্যাত্মভাবম্ ।  
এষোহং তৎপরঃস্যাম্পরময় নমিতো নাস্তিমে সত্যমেতৎ  
স্যামস্যাহত্ব শিষ্যস্ত্রিংশদশনুতমিদং কোটি কৃত্বো নমামি । ।

সংসার দুঃখ হতে যিনি মুক্তি কামনা করেন, তাঁকে বুদ্ধ, ধৰ্ম্ম ও  
সংঘ পূজনীয় এই তিনটি প্রধান রত্ন বলে মনে করতে হবে । আজ  
হতে আমি ত্রিভবভয় বিনাশকর রত্নত্রয়ের জন্য আত্মবলি দান করছি ।  
আজ হতে আমি তদ্ভাব ভাবিত তৎপরায়ন । আমার জন্য কোন  
গতি নেই, ইহা একান্ত সত্য । আমি ত্রিরত্নের শিষ্য । দৈবস্তুত  
রত্নত্রয়কে আমি কোটীবার নমস্কার করি ।

(২৪)

নাহং লাভাচ্ছনার্থী ন চ ভয় চকিতো নাপি সৎকীর্ত্তি কামো  
ন ত্বং ধর্মাংশুবংশ প্রভব ইতি মুনেনাপি বিদ্যাশয়া তে ।  
পারম্পর্য্যানুচত্বাং শরণ মুপগতঃ কিন্তু তে সার্বজন্যং  
সম্যগ্ জ্ঞানং সমীক্ষ ত্বয়ি ভবজলধিং সন্তরীতুং প্রবৃত্তঃ । ।

হে মুনে! লাভাচ্ছনাদি কামনা করে আমি তোমার শরণাপন্ন হই  
নি । ভয়চকিত হয়েও নহে, সূর্য বংশাবতংস নৃপবর বলে নহে,  
বিদ্যালাভের আশায় কিংবা পিতৃ পরম্পরা জ্ঞাতিবশেও নহে, তোমার  
সর্বজন হিতকারিনী করুণা এবং সম্বোধিজ্ঞান অবলোকন করে  
সংসার সাগর উত্তীর্ণ হওয়ার জন্যেই তোমার শরণাপন্ন হয়েছি ।

(২৫)

ত্বদ্বৈরাগ্য সমস্তভূত করুণা প্রজ্ঞাদিনানাগুণ  
স্বর্জচ্চন্দন পঙ্কসিন্ধু পতিতো গত্ত্বং ক্ষমো নান্যতঃ ।  
ভূপা বা যদি দণ্ডয়ন্তি বিবুধা নিন্দন্তি বা বান্ধবাঃ  
মুঞ্চন্তি ক্ষণমপ্যহং জিনপিতঃ জীবামি ন ত্বাং বিনা । ।

তোমার বৈরাগ্য, অসংখ্য প্রাণী সজ্জের প্রতি মৈত্রী, প্রজ্ঞাদি নানা  
প্রকারের সুগন্ধী গুণ-চন্দন রূপ পঙ্কসিন্ধুতে নিমগ্ন প্রাণী অন্য কোথাও  
যেতে সমর্থ নহে । হে পিতঃ । তথাগত বুদ্ধ! যদি রাজ দণ্ডিত হই  
অন্য মতাবলম্বী বিদ্বান ব্যক্তি আমার নিন্দা করে, অথবা যদি আমার  
স্বজন বর্গ আমাকে ত্যাগ করে, তথাপি আমি তোমাকে বিনা প্রাণ  
ধারণ করতে সক্ষম নই ।

(২৬)

স্বর্গে বা বসতির্নমাহস্ত নিরয়ে তির্যক্ষু কিংবাসুরে  
প্রেতানাং নগরেহথবা নরপুরে ক্বাপ্যন্যতঃ কৰ্ম্মণা ।  
ভো সর্বজ্ঞ ততস্ততস্তব গুণান্ কর্ণামৃতস্যন্দিনো  
নিষ্পাপানবলম্বতাং মম মনো মান্যা সুখ প্রার্থনা । ।

স্বর্গে নরকে, অথবা পশুপক্ষী যোনীতে, কিংবা অসুর কুলে, প্রেত  
বিষয়ে, নরলোকে অথবা ব্রহ্ম লোকাতির অন্যত্র কোথাও আমার  
কুশলা কুশল কর্মানুরূপ জন্ম লাভ হয়ে থাকে । তত্র তত্র হে সর্বজ্ঞ  
প্রভো! আমার মন কর্ণামৃত প্রস্রবমান নিম্পাপ ভবদীয় অসাধারণ  
গুণাবলী আশ্রয় করুক । আর কোন সুখ আমি প্রার্থনা করি না ।

(২৭)

তবৈবাহং দাসো গুণপণ গৃহীতোহস্মি ভবতা  
তবৈবাহং শিষ্যঃ স্ববচনবিনীতোহস্মি ভবতা ।  
তবৈবাহং পুত্রঃ স্মৃতিকৃতিসুখস্বদগতিগতো  
গুরো বুদ্ধ স্মামিন্ মম জনক মাং পাহি ভবতঃ ।

আমি তোমার গুণ মূল্যে ক্রীত, তোমারই দাস, তোমার শাসনে  
বিনীত, তোমারই আমি শিষ্য, তোমার মার্গানুগমনের স্মৃতিই আমার  
সুখ, আমি তোমারই পুত্র, হে গুরো! হে বুদ্ধ! হে স্বামী! হে পিতঃ!  
তুমি দুঃখময় সংসার হতে আমাকে রক্ষা করো ।

(২৮)

পিতা মাতা ভ্রাতা ত্বমসি ভগিনী ত্বঞ্চ বিপদি  
স্ত্রিরং মিত্রং বন্ধু প্রভুর মৃতদীক্ষা গুরুতমঃ ।  
ত্বমৈশ্বর্য্যং ভোগো ত্বমসি ধনধান্যঞ্চ মহিমা  
যশো বিদ্যা প্রাণস্বমসি মম সর্বজ্ঞ সকলম্ ।।

তুমিই আমার পিতা, মাতা, ভগ্নী, তুমিই আমার বিপদের যথার্থ  
বন্ধু, মিত্র, স্বামী এবং নিব্বাণোপ দেশক পরম আচার্য । তুমি ঐশ্বর্য্য  
ভোগ, তুমিই ধন-ধান্য মহিমা, তুমি যশ-বিদ্যা, তুমিই আমার  
প্রাণ । হে সর্বজ্ঞ! তুমিই আমার সব কিছু ।

(২৯)

বিগতরাগ মুনীন্দ্র দয়াস্বধে  
সুগত ভগ্নবৃহদভবপঞ্জর ।  
অধিগতামৃত বুদ্ধ মনোমুজং  
মম তবানঘ গন্ধকুটীয়তাম্ ।।

হে বীতরাগ! হে মুনীন্দ্র! হে দয়া নিধে । হে সুগত! হে ভবপঞ্জর  
বিদারক, হে অমৃতলাভী, হে বুদ্ধ! হে অনঘ! আমার হৃদয় কমল  
তোমারই গন্ধকুটীর হোক ।

(৩০)

অনাত্মন্যনিত্যেহশুভে দুঃখ দুঃখে  
দুরন্ত্যেহত্র সংসারচক্রে ভ্রমন্তম্ ।  
ত্বমেকোহসি মাং ত্রাতুমীশো দয়াক্ষে  
প্রভোহতং প্রসীদ প্রসীদ প্রসীদ ।।

অনাত্ম-অনিত্য-অশুভ অতিশয় দুঃখ হেতু ভূত দুরন্ত সংসার চক্রে  
কর্মবেগ বশতঃ ভ্রমমান আমাকে ত্রাণ করার তুমিই একমাত্র প্রভু ।  
এ জন্য হে কৃপা সাগর! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও,  
প্রসন্ন হও ।

(৩১)

প্রসীদেশ দেবেশ লোকেশ জিষ্ণো  
জগদ্বন্দ্যমদ্বন্দ্য সদ্বন্দ্য বুদ্ধ ।  
অঘারে ভাবরে স্বরারে তমারে  
তবৈবাস্মি ভক্তো বপুর্বাঙ্ঘ্রমনোভিঃ ।।

হে পরার্থ সমর্থ! হে দেবেশ! হে লোক শ্রেষ্ঠ, হে জিষ্ণো (কামজয়ী)  
হে জগদ্বন্দনীয়! হে আমার বন্দনীয়! হে সদ্বপুরুষ গণের বন্দনীয়!  
তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও । হে পাপ নাশক! হে সংসার বিধ্বংসক!



হে কাম শত্রু! হে মোহান্ধকার বিনাশক বুদ্ধ! আমি কায় মনো  
বাক্যে তোমারই ভক্ত ।

৩২

স তব কুলসুতঃ স এব ভক্তঃ

স ভবতি শাসনধুব্বহঃ স শিষ্যঃ ।

স চ শরণগতঃ স এব দাসঃ

কথমপি যো ন বিলঙ্ঘয়েত্ত্বজ্জাম্ ।।

যে ব্যক্তি তোমার অনুশাসন কোন প্রকারেই উল্লঙ্ঘন করে না সেই  
তোমার কুলপুত্র, ভক্ত, শাসন ধারী, শিষ্য এবং সেই শরণগত  
উপাসক ও সেই তোমার একমাত্র দাস হতে পারে ।

৩৩

জগদুপকৃতিরেব বুদ্ধপূজা

তদপকৃতিস্তব লোকনাথ পীড়া ।

জিন জগদপকৃৎ কথং ন লজ্জে

গদিতুমহং তব পাদপদ্মভক্তঃ ।।

হে বুদ্ধ! জগতের উপকার করাই তোমার পূজা করা । হে লোকনাথ!  
জগতের অপকার করা অর্থ তোমাকে পীড়া প্রদান করা, হে জিন!  
আমি জগতের অপকারক, সে জন্য তোমার চরণ কমলের ভক্ত  
বলতে আমার লজ্জাবোধ হচ্ছে ।

৩৪

ধন-জন-বিভবাস্তু দেহ-রাজ্যং

যদুপকৃতে শতধা তয়া প্রদত্তম্ ।

তমহিতমপকর্তুরস্য লোকং

কু মম কৃপা মুদিতা কু বা কু মৈত্রী ।।

তুমি যে জীব হিতার্থে ধন-জন-বিভব-রাজ্য-দেহ প্রভৃতি বহুধা ত্যাগ করেছ, সেই জীব মণ্ডলীর প্রতি অহিতাচরণ কারী আমার কৃপা কিরূপ? মুদিতা কিরূপ? এবং কিইবা মৈত্রী আছে?

(৩৫)

উপপতিমসতীৰ চিত্তবৃত্তি  
ব্রজতি ভবন্তমপাস্য পঞ্চকামম্ ।  
অপি চ বিষয়িণো ন মোক্ষসিদ্ধিঃ  
কিমু করবাণি মুনীন্দ্র দেহি দাস্যম্ ॥

হে মুনীন্দ্র! অসতী স্ত্রীলোকের চিত্ত বৃত্তি যেমন উপপতিতে গমন করে, আমার চিত্তবৃত্তি ও তদ্রূপ তোমাকে ত্যাগ করে পঞ্চ কামগুণে ধাবিত হয় । কিন্তু বিষয়ীর মোক্ষ সিদ্ধি হয় না । প্রভো! আমার উপায় কি? তুমি আমাকে দাস করে লও ।

(৩৬)

প্রিয়তম পুরুষোত্তমাত্মা বুদ্ধ  
শ্রমহর সিদ্ধ জগত্ প্রসিদ্ধকীর্ত্তে ।  
ভবশরণমনুত্তর প্রসাদিন্  
প্রতিপদমস্মি তবৈব দাসদাসঃ ॥

হে প্রিয়তম! পুরুষোত্তমাত্মগণ্য! হে শ্রেষ্ঠ! হে শ্রমহর! হে সিদ্ধ! হে জগৎ প্রসিদ্ধ কীর্ত্তে! হে অনুত্তর! হে প্রসাদ স্বরূপ! আমি প্রতি পদে তোমারই দাসানুদাস, তুমি আমাকে আশ্রয় প্রদান কর ।

(৩৭)

দশবল কলিকালদুর্বলোহহং  
চিরদুরিতার্ণবতুঙ্গভঙ্গমগ্নঃ ।  
তব কথমনুযামি ধৰ্ম্মনাবৎ  
জিন মম দেহি কৃপাকরাবলম্বম্ ॥

হে দশবল! আমি কলিকালে জন্মগ্রহণ করেছি, তজ্জন্য শ্রদ্ধাদি গুণ  
ধর্মে আমি নিতান্ত দুর্বল। দীর্ঘকাল রাগাদি দুশ্চরিত-সাগরের তুঙ্গ  
বিপদ-তরঙ্গে নিমগ্ন। আমি তোমার ধর্ম তরণী কিরূপে পাব? হে  
জিন! হে সর্বজ্ঞ! তুমি আমাকে কৃপাকরালম্বন প্রদান কর।

(৩৮)

প্রণতিরিয়মনেকশস্তবাহং  
বহু ভবদুঃখমবেক্ষ্য ভীতি ভীতঃ।  
ধর গুরুতর তৃষ্ণয়া পতন্তং  
জিন মম দেহি কৃপা করাবলম্বম্।।

আমি তোমাকে শতবার প্রণাম করছি। সংসারে বহু ভবযন্ত্রণা  
অবলম্বন করে আমি নিতান্ত ভয়ভীত। গুরুতর তৃষ্ণা আমাকে  
অধঃপতিত করছে। হে জিন! আমাকে রক্ষা কর, কৃপা করাবলম্বন  
দ্বারা আমাকে উদ্ধার কর।

(৩৯)

জগতি তব কৃপাহি নির্বিশেষা  
প্রপব তয়া জিন মাং চ দোষদুষ্টম্।  
অলমহমিহ নো সুখী তয়েন্দু-  
র্ন সমকরশ্চরতীহ সাধ্ব সাধ্বৈ।।

হে জিন! তোমার করুণাই জগতের সর্ব সাধারণ লভ্যা ঐ করুণা  
সলিলে দোষদুষ্ট আমাকে পবিত্র কর। ইহলোকে তোমার করুণাতেই  
আমার একমাত্র সুখ, চন্দ্র কিরণ কি সজ্জন দুর্জন সকলের উপর  
সমভাবে পড়ে না?

(৪০)

উপচিত-বহুমোহ-জাতমন্ধং  
বিগতদয়ং বিগতান্নবন্ধু গন্ধম্।  
অপগতগুণ বিদ্যমুদ্ গতাঘং  
জনমবিবেকমবাস্ত দীনবন্ধো।।

আমি বহু মূঢ়তা সঞ্চয় করেছি। আমি অন্ধ, নির্দয়, আমাতে আত্মীয়তার  
গন্ধ মাত্র নেই, আমি গুণ-হীন, আমি অবিদ্যান, আমাতে পাপ সঞ্চিত  
হয়েছে। হে দীন বন্ধো! এই চিত্ত বিবেক শূন্য ব্যক্তিকে শীঘ্র রক্ষা কর।

(৪১)

অকরবমুরুদুষ্কৃতং পুরা য-  
ন্মম বপুষা বচসা চ চেতসা চ।  
অনুকলমখিলং প্রলীয়াতাং তত্  
তব চরণস্মরণেন সর্ববেদিন্।।

পূর্ব পূর্ব জন্মে কায়-বাক্য মনে যেই দুষ্কর্ম আমি করেছি, সেই সমস্ত  
পাপ হে সর্বজ্ঞ! তোমার চরণ স্মরণে ক্ষণে ক্ষণে ধ্বংস প্রাপ্ত হোক।

(৪২)

সুগত তব পুরঃ পুরঃ পৃথিব্যাং  
মধুর মতে পতিতোশ্মি দণ্ডনত্যা  
অকুশলমখিলং তবানুভাবাত্  
প্রপততু নোৎপততাত্ পুন সইব।।

হে সুগত! হে মধুর মতে! আমি তোমার সম্মুখে ধরাতলে পুনঃ পুনঃ  
নিপতিত হয়ে দণ্ডবৎ প্রণাম করছি। তোমার প্রভাবে আমার সব  
পাপ কর্ম ধ্বংস হোক। এবং পুনঃ গাত্রোত্থান কালে উৎপন্ন না হোক।

(৪৩)

তব চরণ সরোজমেব বন্দে  
তব পদপঙ্কজমেব পূজয়ামি।  
তব পদযুগমেব ভাবয়েহহং  
তব পদমেব সदैব দৈবতং মে।।

তোমার শ্রী পাদপদ্ম বন্দনা করি। তোমারই পাদ কমল পুষ্পাদি  
দ্বারা পূজা করি, তোমার চরণ যুগলই আমার ধ্যানের অবলম্বন,  
তোমার চরণ সর্বক্ষণ আমার দেবতা।



(৪৪)

কমপি ন কথ্যামি নার্চ্যামি  
কমপি ন নৌমি ন চিন্ত্যামি নেহে ।  
কমপি ন শরণং ব্রজামি হিত্বা  
তব চরণং পিতরস্মি কিঙ্করস্তে ॥

হে পিতঃ! তোমার শ্রীপাদ ভিন্ন আমি অন্য কিছু স্মরণ করি না,  
অন্য কিছু পূজাও করি না । অন্য কাহাকে প্রণামও করি না । অন্য  
কিছু ধৈর্য্যও আমার নাই । আমার অন্য কিছু কামও নেই । অন্য  
কেহ আমার শরণ কাম্যও নহে, আমি শুধু তোমার দাস ।

(৪৫)

সদসি সদসি বাচি বাচি সিদ্ধং  
পথি পথি সন্ধানি সন্ধানীহ বুদ্ধম্ ।  
ভূবি ভূমি মম বারি বারি চেতঃ  
কলয়তু নিত্যমিমং হি লোকনাথম্ ।

এই সংসারে সভাতে সভাতে বচনে বচনে । পথে পথে গৃহে  
গৃহে স্থানে স্থানে জলে জলে এই বিশ্বাববোধ লোকনাথকে যেন  
আমার চিত্ত ধ্যান করে ।

(৪৬)

অবিরত মবলোকয়ামি বুদ্ধং  
গতরজসা মনসাপি চক্ষুষেব ।  
স্বপিমি নিশি নিধায় যদধুধি ত্বাং  
ন মম সমং বিরহস্তয়াত এব ।

চোখে দেখার মত রাগাদি রজরহিত চিত্ত দ্বারা আমি নিত্য বুদ্ধকে  
দেখতে পাই । কেননা রাত্রে আমি শয়ন কালে মনে তোমাকে রেখেই  
শয়ন করি । এ জন্য তোমার সঙ্গে আমার বিয়োগ কোথায়?

(৪৭)

মম তদিহ দিনং হি দুর্দ্দিনং স্যা-  
দসিতঘনস্থগিতং ন দুর্দ্দিনং মে ।  
যদমৃত-সম-বুদ্ধ-রত্ন-নাম  
স্মৃতিরহিতং দিনমস্য মা তদন্তু ।।

যে দিন কৃষ্ণ বাদলে ঘোর সমাচ্ছন্ন, ঐ দিন আমার জন্য দুর্দ্দিন নয় । যেদিন আমার স্মৃতি অমৃত সম বুদ্ধরত্ন ত্যাগ করে সেই দিনই আমার জন্য ঘোর দুর্দ্দিন । এরূপ দিবস যেন আমার জন্য না হয় ।

(৪৮)

অমৃতদ ষড়্ভিজ্ঞ ধর্মরাজন্  
ত্রিভুবন বন্দ্য মুনীন্দ্র গৌতমেতি ।  
অহরহনুকীর্ত্যতে নৃভির্যৈ-  
রহমহিতানপি তান্ নমামি ধন্যান্ ।

যে কেহ তোমাকে অমৃতদাতা ষড়্ভিজ্ঞ, ধর্মরাজা, ত্রিভুবন বন্দ্যনীয়, মুনীন্দ্র ও গৌতম বলে বলে প্রতিদিন কীর্তন করে; সে আমার শত্রু হলেও সেই ধন্য মানবকে আমি নমস্কার করি ।

(৪৯)

দশবল জিন সিদ্ধ বজ্রবুদ্ধে  
সুগত তথাগত বুদ্ধ শাক্যসিংহ ।  
ইতি নিগদতি যঃ ক্বচিৎ কদাচিত্  
তমভিনমাম্যপি দাসবংশজাতম্ ।।

যে কেহ কোথাও কখনো দশবলধারী, জিন, সিদ্ধ, বজ্রবুদ্ধি সুগত, তথাগত, বুদ্ধ, শাক্যসিংহকে স্মরণ করে, সে দাস বংশোদ্ভব হলেও আমি তাকে নমস্কার করি ।

(৫০)

মদনজিত পরাজিতেভ্য শাস্তঃ  
বিভব বিনায়ক বিশ্ববিদ্ বরেণ্য ।  
কবিবর বদতাং বরেশ শুদ্ধো-  
দনসুত শাক্যমুনে মুনে প্রসীদ ।।

হে মদনজিত! হে অপরাজিত! হে স্তুত্য! হে শাস্তা! হে বিভব! হে  
বিনায়ক! হে সর্বজ্ঞ! হে বরেণ্য! হে কবিবর! হে বাদীবর! হে  
শুদ্ধোদন সুত! হে মুনে! হে শাক্যমুনে! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন  
হও ।

(৫১)

অমৃতমপি নিপীয় নির্জনেন্দ্রাঃ  
পুনরপি তেহপি শুনীস্তনং ধয়ন্তি ।  
সকৃদপি তব বাক্সুধারসজ্জো  
ন বিশতি জাতু স মাতুরেব গৰ্ভম্ ।।

ইন্দ্র উপেন্দ্রাদি দেবতাগণ অমৃত পান করেও স্বর্গভ্রষ্ট হয়ে কুকুরীর  
স্তন্যও পান করতে পারে । কিন্তু তোমার উপদেশামৃত একবার যে  
পান করে থাকে নিশ্চয় তাঁকে আর মাতৃগর্ভে আসতে হয় না ।

(৫২)

অহমিহভগবন্মূলং ন সোঢ়ুং  
জনন জরা মরণা ভয়াদিবাধাম্ ।  
কুরু মম করুণাং দিশোন জানে  
গুরু তদবেক্ষ্য চ তির্য্যগাদি দুঃখম্ ।।

হে ভগবন! আমি এই সংসারে জন্ম-জরা-ব্যাধি মরণাদি দুঃখ সহ্য  
করতে পারছি না এবং পশুযোনি আদিতে জন্মান্তর গ্রহণ করা মহা  
দুঃখ দেখে দিকমূঢ় হয়েছি । প্রভো! আমাকে রক্ষা কর ।

(৫৩)

তদুপরি পরিচিন্ত্য বৃদ্ধকালে  
কর চরণা দিদ্গাদি পারবশ্যম্ ।  
অগতি কমতি বেপতে মনো মে  
জিন কিমহং করবৈ প্রভো প্রসীদ ।।

পুনঃ বৃদ্ধাবস্থায় হস্ত পদ এবং নয়নাদি ইন্দ্রিয় সমূহের পরবশ্যতা  
দেখে আমার মানসিক কম্পন হচ্ছে, মন বড় অস্থির । জিন! আমি  
এখন কি করি! হে প্রভো! আমার প্রতি সদয় হও ।

(৫৪)

শ্রবণ পথ গতেপ্য দৃষ্ট পূর্বে  
সুখকৃতিবস্তুনি যত তনোমি তৃষণাম্ ।  
অবিরতমত এব শান্তিবীজে  
ত্বয়ি বলতে রমতে মমত্বচেতঃ ।।

অদৃষ্টপূর্ব দৃশ্য ছাড়া কেবল বর্তমান শ্রবণ পথে আগত সুখকর  
বিষয় সমূহেও আমার তৃষ্ণা বর্দ্ধিত হয় । এ জন্য তোমাতে যে  
শান্তি বীজ আছে উহাতে আমার মন নিত্য মমতায়ুক্ত স্থির নিবিষ্ট  
এবং রমিত হচ্ছে ।

(৫৫)

সবিপদি রমতে ন মে মনোহতঃ  
সুর নরশর্মণি পূর্ব পূর্ব ভুক্তে ।  
অনুদিন মনুভূয় শর্করায়া-  
মপি বিরতিং কুরুতে হি দৃষ্টদোষঃ ।।

পূর্ব জন্ম সমূহে দেব মনুষ্য লোকের অন্তর্গত যা ভোগ করা হয়েছে-  
তার পরিবর্তনশীল সুখ-দুঃখে আমার মন রমিত হয় না । প্রতিদিন  
শর্করা স্বাদগ্রাহী লোকও যখন উহাতে দোষ দেখতে পায় তখন  
উহাতে উহার চিত্ত বিরত হয় ।



(৫৬)

করতলগত মপ্যমূল্যচিন্তা-  
মণিমবধীরয়তীঙ্গিতেন মূৰ্খঃ ।  
কথমহমপহায় বুদ্ধরত্নং  
জগতি ধনী গুণবাংশ পণ্ডিতশ্চ ॥

করতলগত অমূল্য চিন্তামণির প্রতিও মূৰ্খলোক ইঙ্গিতে অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। আমি বুদ্ধরত্ন পরিত্যাগ করে ধনী গুণবান এবং পণ্ডিত কিরূপে হতে পারি ?

(৫৭)

স ভবতি মতিমান্ স না কুলীনঃ  
স চ গুণবান্ স চ কীর্তিমান্ স শূরঃ ।  
স জগতি মহিতঃ সুখী স এব  
ত্বয়ি জিন যস্য সুনিশ্চলাস্তি ভক্তিঃ ॥

হে জিন! তোমার প্রতি যার অচলা ভক্তি আছে সে-ই পুরুষ, কুলীন, গুণবান, বুদ্ধিমান, কীর্তিমান, শূর, মহান এবং সুখী।

(৫৮)

অপি সকল মধীতমত্র তেন  
শ্রুতমপি সৰ্ব্বমনুষ্ঠিতঞ্চ তেন!  
অপি জিতমজিতেন তেন বিশ্বং  
ত্বয়ি জিন যস্য সুনিশ্চলাস্তি ভক্তিঃ ॥

হে জিন! তোমার প্রতি যার অচলা ভক্তি আছে, সে সংসারে সব কিছু অধ্যয়ন করেছে, সব কিছু শ্রবণ করেছে এবং সব কিছুর অনুষ্ঠান করে নিয়েছে, সেই অজিত সারা বিশ্ব জয় করেছে।

(৫৯)

ত্যজতি নিজপরম্পরাদরেণে-  
তরসময়স্বজনো ন দৃষ্ট দৃষ্টিম্ ।  
অসুহরমপি গৌরবেন মাতু-  
র্ন খলু শিশুর্বিষমোদকভু মুখেত্ ॥

যেমন বালক মাতৃ-গৌরব বশতঃ মাতৃ প্রদত্ত বিষ মিশ্রিত প্রাণহর  
খাদ্য বিশেষও পরিত্যাগ করে না, তদ্রূপ পিতৃ-পিতামহ পরম্পরা  
গৃহীত মিথ্যা মতও আদর বশতঃ পরিত্যাগ করতে পারে না ।

(৬০)

কবি বরমিদমস্মি পণ্ডিতস্তে ।  
জিন ন জহামি কথনু দুর্গৃহীতম্ ।  
নুদতি হি তমসন্ততিং প্রবৃত্তা  
মিহিরমরীচিসহায়িনী সুদৃষ্টিঃ ॥

হে জিন! আমি তোমার গুণ কীর্তন করে শ্রেষ্ঠ কবি এবং পণ্ডিত  
হয়েছি, তবে কেন আমি গৃহীত মিথ্যাদৃষ্টি ত্যাগ করব না?  
রবিকরজাল সহায়িনী সুদৃষ্টি রাত্রির আচ্ছন্ন তমসন্ততি হেলায় বিনাশ  
করে দেয় ।

(৬১)

সুগত পদপরাঙ্মুখস্য পুংসঃ  
কিমু তপসা যশসা চ কিং কিমন্যৈঃ ।  
সুগতপদ পরাঙ্মুখস্য পুংসঃ  
কিমু তপসা যশসা চ কিং কিমন্যৈঃ ॥

সুগত বুদ্ধের প্রতি যে ব্যক্তি অচলান্ত গভীর শ্রদ্ধায় পরাঙ্মুখ, সে ব্যক্তির  
নাম-যশ, যশ-তপ ও ধন্য ধান্যাদি বিপুল সম্পদ বিদ্যমান থাকলেও বা  
কি লাভ, বিদ্যমান না থাকলেও বা কি অলাভ? পরামর্থ জ্ঞান লাভের  
উপায় তো তপ-যশাদির থাকা বা না থাকার নির্ভর নহে ।

(৬২)

সুগতপদি ন ভক্তিরস্তি মেঘা-  
মজননিরেব মহীতলেহস্ত তেষাম্ ।  
কথিতমিহ কৃতাগসাং নরাণাং  
নিরয়গতির্নিয়তং ন চান্যতো বা ।।

যার সুগত চরণে ভক্তি নেই, তার ধরাতলে জন্মধারণ না করাই ভাল । পাপী জনের (মাতৃ ঘাতাদি মহান পাপকারীর) নিরয় গতি নিশ্চিত, পশুযোনি আদির অন্য কিছুতে নহে ।

(৬৩)

বিদিত সকলশাস্ত্রমুন্নতানাং  
কুলভবমুত্তমরূপ যৌবনাদ্যম্ ।  
জিন ভবদনুপাসকং নৃপাশং  
ত্যজতু মনো মম নীচবত্তু জাত্যা ।।

হে জিন! যে ব্যক্তি তোমার উপাসনা করে না, সে যদি সকল শাস্ত্র ও অধ্যয়ন করে কিন্তু ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণাদি উচ্চকূলে জন্ম ধারণও করে অথবা ললিত রূপ যৌবন সম্পন্নও হয় । ঐ কুৎসিত মনুষ্যকে আমার মন জন্ম চন্ডলাদি ব্যক্তির মতই পরিত্যাগ করে ।

(৬৪)

পরিহৃত মদমানমৎসরাদি  
সকলুণ শীলসমাধিমান্ বিবেকী ।  
তব পদদৃঢ় ভক্তিরন্ত্যজ্যেহপি  
প্রতি ভবমস্তু নরোত্তমঃ সখা মে ।।

যেই নরোত্তম মদমান মাৎসর্যাদি পরিহার করেছেন, যিনি দয়াবান শীলবান, সমাধি পরায়ণ ও শান্তচিন্ত এবং তোমার প্রতি যার অচলা ভক্তি আছে, তিনি অন্তজ হলেও জন্মে জন্মে তিনিই আমার সখা হোন ।

(৬৫)

বিহিতজিন পদাৰ্চনাস্য ভক্তু-  
দৰ্শদিবসানপি জীবিতং প্রশস্তম্ ।  
ন তু নিযুত সহস্রকল্পকোটি--  
রকৃতমুণীন্দ্র পদাজপূজনস্য ।।

যে ব্যক্তি বুদ্ধপদ কমলে পূজা অর্পন করেছেন, ঐ ভক্তের দশ দিনের জীবন ও শ্লাঘনীয়, কিন্তু যে ব্যক্তি বুদ্ধ শ্রীপাদ কমলে পূজা প্রদান করেনি, তার নিযুত সহস্র কোটি কল্প জীবিত থাকাও নিরর্থক ।

(৬৬)

স ভবতি সুরসুন্দরী -সখোহন্যৈঃ-  
কৃতমভিনন্দতি বার্চনঞ্চ ভক্ত্যা ।  
ত্রিদশনরগুরো ত্বদীয় পূজা-  
মগতিতয়া যদি কর্তুমক্ষমঃ স্যাৎ ।।

হে দেব-নর-গুরো । যদি কেহ দারিদ্র্য নিবন্ধন ভবদীয় পূজায় অসমর্থ হয়, কিন্তু অন্য ব্যক্তির দ্বারা ভক্তিকৃত অর্চনা অনুমোদন করে, তা হলে সে দিব্য অপ্সরা পরিবৃত্ত দেবান্যতর হয়ে জন্মধারণ করে থাকে ।

(৬৭)

সুরুচিরমতিচিহ্ন চিত্ররূপং  
নয়নপথং নয়তীহ যস্তাবাহর্চ্যম্ ।  
রময়তি পুরুষং তমপ্যাদারং  
চিরতরসঞ্চিতদুষ্কৃতং কবীন্দ্র ।।

হে কবীন্দ্র! এই সংসারে তোমার পূজ্য সুরুচির বত্রিশ প্রকার শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ লক্ষণ সমলঙ্কৃত অতি বিচিত্র, অশীতি অনুব্যঞ্জন সমন্বাগত



চিত্ররূপ যে ব্যক্তি নয়ন পথে আনয়ন করে রমিত হয়, সেই উদার পুরুষকে তার চিরতর সঞ্চিত দুষ্কৃত ত্যাগ করে ।

(৬৮)

মনিকনকশিলাদি নির্মিতাং যঃ  
প্রণমতি তে প্রতিমাং তয়োশ্চ তুল্যম্ ।  
ফলমিহ মনসঃ সমপ্রদানা-  
দনুপরতং জিন যোহুতো নমেত্বাম্ ।।

হে জিন! যে ব্যক্তি তোমার জীবিত অবস্থায় তোমাকে সম্মুখে প্রণাম করে এবং যে ব্যক্তি স্বর্ণ, মণি, পাষাণাদি নির্মিত তোমার মূর্তি প্রণাম করে, চিত্ত-প্রসাদ মমতা বিধায় এতদুভয় কুশল ফল তুল্যতা লাভ করে ।

(৬৯)

সকৃদপি তব পাদপদ্মপূজাং  
বনকুসুমৈরপি যঃ কেরোতি ধীমান্ ।  
অবনত সুরসংঘ মৌলিমালো-  
জ্জ্বলমমলং শ্রয়তে তমাধিপত্যম্ ।।

যেই বুদ্ধিমান লোক অন্ততঃ বনপুষ্প দ্বারা অতিশয় ভক্তি সহকারে একবার মাত্র তোমার শ্রীপাদ পদ্ম পূজা করে, তাঁকে প্রণমমান দেব সঙ্ঘের কিরীট মালা হতেও সমুজ্জ্বল ইন্দ্রত্ব আশ্রয় করে ।

(৭০)

যদি ভবতি সরূপমেকচিত্ত  
ক্ষণশরণোত্তব পূণ্যবৃন্দমুচ্চৈঃ ।  
গণশরণ সমস্ত ভদ্র সাধো  
হখিল নভসোহপ্যতিরিচ্যতে তদা তত্ ।।

হে গণশরণ! হে সামন্তভদ্র! হে সাধো! তোমার প্রতি এক চিত্তক্ষণে শরণাপন্ন হবার ফলে যে মহাপুণ্য রাশি উৎপন্ন হবে, তা আকার ধারণ করলে বৃহদাকাশেও ইহার স্থান সঙ্কুলান হবে না ।

(৭১)

তব গুণ কথনে তু যঃ প্রসন্নঃ  
তমনুবিশন্তি মুনে গুণাস্ত্রদীয়াঃ ।  
উদয়তি শশিনি প্রসন্নমিন্দু-  
নলমিব তব কিরণাবলী তুষারঃ । ।

হে মুনে! তোমার গুণ কথনে প্রসন্নতা আসে, চন্দ্রোদয়ে যেমন  
প্রসন্নচন্দ্র কান্তমণিতে চন্দ্র কিরণ শিশির বিন্দু রূপে পরিণত হয়  
অদ্রুপ ঐ ব্যক্তিতে তোমার গুণ অনুপ্রবেশ করে ।

(৭২)

সমকৃদপি সমদায়ি দেব কিঞ্চিৎ-  
দভরতিমুত্স্রজতা জনেন তুভ্যম্ ।  
সুগত তদখিলাম্ লুনাতি ধারা  
বদসিরিব দ্রুমম্রাস্রবাদি দোষান্ । ।

হে দেব! সাংসারিক বস্তু সমূহের আসক্তি পরিহার করে যদি কেহ  
একবার মাত্র ও তোমার উদ্দেশ্যে ত্যাগ করে, তবে হে সুগত! তার  
সে ত্যাগ খুব ধারাল অসি দ্বারা বৃক্ষ ছেদনের ন্যায় তার সমুদয়  
আসবাদি<sup>১</sup> দোষ কর্তন করে দেয় ।

১. আসব চার প্রকার । যথা- কাম-আসক্তি- কামতৃষ্ণা, সংসার  
বৃদ্ধি বাসনা, মিথ্যা দৃষ্টি । অবিদ্যা বা মোহাশ্রিত আসক্তি ।

(৭৩)

কৃতমিহ সুকৃতং মৃষাদৃশা য-  
জ্জনয়তি তত্ কিল তস্য দুর্বিপাকম্ ।  
ক্ষিতি সলিলরসং স্বতিভ্রুতাবং  
ন যতি যথা পিচুমন্দবীজ সুপ্তম্ । ।

যার মিথ্যাদৃষ্টি আছে, সে যদিও সুকর্ম সম্পাদন করে, তবে উহা তাকে দুর্বিপাক প্রদান করে থাকে। যেমন ধরাতলে নিম্ব বৃক্ষের বীজ সমূহ পতিত হয়ে ধরাতল স্থিত জলরসকে নিজের মত তিক্ত করে দেয়।

(৭৪)

তপ পদ নলিনে নিপত্য ভূমৌ  
নিপততি নৈব চতুর্ষপায়কেষু।  
নহি কুশল করো নরঃ কদাচিৎ  
কুচিদপি দুর্গতিমেতি নাথ কশ্চিৎ।।

তোমার চরণ কমল ভূমিতলে যে পতিত হয়, সে কখনো চতুরপায়ে পতিত হয় না। হে নাথ! যারা কুশল কার্য সম্পন্ন করে, তারা কখনো কোথাও দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না।

(৭৫)

ইতি ভবদুপদেশতো বিদিত্বা  
তব পদ পঙ্কজ পূজনে রতোহস্মি  
দৃষ্ট্বতু ভগবন্ যুগে যুগে মে  
কুমতিমুদস্য ভবে ভবহর্য্যভক্তিম্।।

তোমার উপদেশে উহা জ্ঞাত হয়ে আমি তোমার চরণ কমলের অর্চনায় রত হয়েছি। হে ভগবন! আমার কুমতি নষ্ট কারিনী আর্ষভক্তি জন্য জন্মান্তরে যুগ-যুগান্তরের জন্য অচলা হোক।

(৭৬)

স্তিরমপি ভগবন্ ক্ষণং তবোক্তৌ  
কর চরণাদি দৃগাদি বৈরিবর্গঃ।  
ব্যথয়তি হৃদয়ং বলাদ্বিচাল্য  
ত্বমিদমনাথ মনীশ পাহি পাহি।।

হে ভগবন! তবোক্ত ত্রিলক্ষণযুক্ত বাক্যে ক্ষণের জন্য স্থিরতা প্রাপ্ত  
আমার চিন্তকে, কর-চরণ, শ্রুতি চক্ষুদি শত্রুসমূহ সহসা চঞ্চল  
করে পীড়া প্রদান করে। হে বিনায়ক! তুমি এই অনাথকে রক্ষা  
কর, রক্ষা কর।

(৭৭)

যদি নয়নময়ং বশে বিধাতুং  
যততি তদা দ্রবতি শ্রবো যদা তত্ ।  
তদনু রসনানাসিকা শরীরা-  
ন্যহহ পরস্পর দুঃগ্রহাণি চৈবম্ ।।

এ ব্যক্তি যদি নয়নকে বশে রাখতে প্রচেষ্টা করে, তা হলে কর্ণ  
অবাধ্য হয়; আর যখন কর্ণকে বাধ্য করার চেষ্টা করে, তখন জিহ্বা  
অবাধ্য হয়। অন্য সমুদয় ইন্দ্রিয় ব্যাপারেও তথৈব।

(৭৮)

গতি রতি চপলস্য চেত সঃ স্যা  
দিহ নভসীব নবস্বতোহসুরোধা ।  
কথমপি ভজতে ক্রমেণ ধৈর্য্যং  
চিরমিন্দ মভ্যসেনেনে সধিরজ্যতা ।।

যেমন আকাশে সহজে বায়ুকে রোধ করতে পারা যায় না। চঞ্চল  
চিন্তের গতিও তেমনি দুর্নিবার। ইহা সদ বৈরাগ্য তথা চিরকাল  
ধ্যানাভ্যাস বশে এবং পুনঃ পুনঃ প্রজ্ঞা ভাবনা ও মার্গ পরিপক্ব  
ক্ষমতা বলে চিন্তের ধৈর্য্য প্রাপ্ত হওয়া যায়।

(৭৯)

বিশদমপি মনঃ স্বভাবতো মে  
চিরকৃত কিল্বিষ কালিমাবৃতং মে ।  
কুশলজল লবৈঃ কথনু, ধৌতং  
ভবতি ময়ে দৃশচেতসাজি তৈস্তৈঃ ।।



যদিও বা মন স্বভাবতঃ রূপে দীপ্যমান তবু চিরকাল কৃত পাপ কর্ম  
কালিমা দ্বারা সমাচ্ছন্ন চিত্ত এই প্রকার অবিদ্যা সহগত চিত্তের কৃত  
কামাবচর কুশল জলবিন্দু দ্বারা কিরূপে ধৌত হবে ।

(৮০)

শুচিতর বচনামৃত প্রবাহৈ-  
রঘমলিনীকৃত চিত্ত সন্ততিং মাম্ ।  
অনধিবর নিতান্ত মাধিতপ্তং  
সপদি বিশোধয় দণ্ডবন্ম মামি ।।

হে অনুত্তর! আমার রাগাদি দ্বারা মলিনীকৃত চিত্ত সন্ততি নিতান্ত  
অধিক তপ্ত, তুমি ভবদীয় শুচিতর অমৃত রস ধারায় শীঘ্র আমাকে  
পরিশুদ্ধ করো । আমি দণ্ডবৎ প্রণাম করছি ।

(৮১)

সতি সকলগুরৌ মুনে প্রসন্নে  
কিমিহ দুরাপমমুত্র কিং দুরাপম্ ।  
যদমলমনসস্তদীয় দাসাঃ  
সুরপতিতাং মনসাপি নাদ্রিয়ন্তে ।।

বিশুদ্ধ-মনা যোগীগণ ভবদীয়দাস; ইন্দ্রত্বেও তাঁদের আদর নেই ।  
হে বিশ্বগুরো! হে মুনে! তোমার প্রতি যাঁর চিত্তে অচলা শ্রদ্ধা আছে,  
ইহ জীবনে তাঁর দুঃপ্রাপ্য কি? পরলোকে দুরধিগম্যই বা কি?

(৮২)

বিদধতি ভয়মিন্দ্রি যানি ভুন্না  
বিষয়-বিষ গ্রহণেষু দোষ দুষ্টাত্ ।  
নহি সুবিদিত ভাবিদাহ দোষঃ  
শিগুরপি দীপ শিখা গ্রসংগ্রহী স্যাৎ ।।

দীপ শিখায় গাত্র দাহ হচ্ছে দেখলে শিশু যেমন দীপ শিখা গ্রহণে  
ভয় পায়, তদ্রূপ রাগাদি দোষ দুষ্ট রূপাদি বিষয় বিষ গ্রহণে ইন্দ্রিয়  
চর্চায় অতিশয় ভয় পায়।

(৮৩)

ন ভবতি জিন যাবদেষ জীর্ণো  
বিষয়পিশাচ নিষেবনেন তাবত্ ।  
ঝটিতি সুকৃতকর্মাণি প্রযোজ্য-  
স্তব শরণাগত বৎসলাগতিং মাম্ ।।

হে জিন ! বিষয়রূপী পিশাচ গ্রাস না করতেই বা জীর্ণতা প্রাপ্তির  
পূর্বে শীঘ্র এই ব্যক্তিকে শুভ কার্যে নিযুক্ত কর । হে শরণগত বৎসল !  
এই অনাথ আমাকে রক্ষা কর ।

(৮৪)

ইদমপি যদি বেদিম্ পুত্র দার-  
স্বতনু গৃহাদি মরীচিকাস্থতুল্যম্ ।  
স্থগয়তি মমতা চ মাম হস্তা  
তদপিহি মোহ বিজৃম্বিতং গরীয়ঃ ।।

যদিও আমি জানি যে এই দারা-পুত্র কিংবা শরীর এবং গৃহাদি সবই  
মরীচিতে জল ভ্রম তুল্য । তবু আমার মমতা ও অভিমান আমাকে  
আচ্ছাদন করে । অহো অবিদ্যা মোহের কী ভীষণ বিভীষিকা!

(৮৫)

অজনি চ নিজ করণেন সর্ব্ব (মেতদ্)  
নিবসতি জীর্ষতি নশ্যতি স্বহেতোঃ ।  
অহমপি হি তথৈব ধাতু পুঞ্জঃ  
কথমহমস্য কথং মুনে মমেদম্ ।।

হে মুনে ! পুত্র কলত্রাদি সকলই ধাতু সমন্বয় । স্বকীয় কর্মাদি প্রভাবে  
উৎপন্ন হয়েছে । স্বকীয় কর্ম প্রভাবে প্রবর্তিত হচ্ছে । জীর্ণতা প্রাপ্ত  
হচ্ছে এবং বিনাশ প্রাপ্ত হচ্ছে । আমিও তাদৃশ নিঃসার ধাতু পুঞ্জ মাত্র ।  
আমি কিরূপে উহাদের হব এবং ইহারাই বা আমার কিরূপে হবে?

(৮৬)

আত্মবুদ্ধিরিহ যস্য জায়তে  
সা চ তস্য জনয়েদহকৃতিম্ ।  
সা তনোতি সুতরাং ভবস্পৃহাং  
সৈব মোহজননী মুহর্মূহঃ ।।

যার রূপাদি পঞ্চ ঋক্ষের প্রতি আত্ম-বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, তার সেই  
বুদ্ধি অহঙ্কার উৎপন্ন করে, সুতরাং সে-ই অহঙ্কার ভবস্পৃহা সঞ্চর  
করে এবং সে-ই ভব স্পৃহাই মুহর্মূহঃ মোহ উৎপাদনে জননীর কাজ  
করে ।

(৮৭)

তেন কর্ম কুরুতে শুভাশুভং  
তন্ধি দুঃখজনকং ভবদ্রয়ে ।  
দুঃখ মূলমত এব সাত্বধী-  
স্তাং লুনাহি জিন মে বচোসিনা ।।

মোহ বশতঃ শুভাশুভ কর্ম সম্পাদন করা হয় । সেই কর্ম প্রভাবে  
ত্রিভবে দুঃখজনক জাতি-জরাদি সমুৎপন্ন হয় । সেই মোহ-মলিন  
বুদ্ধিই ভবদুঃখের কারণ । হে জিন! আমার মোহ-মলিন বুদ্ধি তোমার  
সত্যবাক্য রূপ অসি দ্বারা ছেদন কর ।

(৮৮)

অথ সকল বিদং দয়া সমুদ্রং  
ত্রিভুবন কারণ কারণং কুলীনম্ ।  
নিখিল গত মনন্তমস্তি শান্তিঃ  
মুনিজন মানসহং সমীশমীভে ।।

অনন্ত হে সর্বভক্ত! হে করুণাসাগর! হে তৃষ্ণাবিনাশক! হে কুলীন!  
হে অনন্তগুণ! হে উপশান্ত! মুনিজনগণের মানস-হংস স্বামি! আমি  
তোমার স্তুতি করছি।

(৮৯)

স্নানে কর্ম্মণি ভোজনে বিতরণে দ্বাণে তথা কর্ণনে  
ধ্যানস্পর্শন দর্শনাদিষু তথা সম্ভাষণাদাবপি।

প্রাতঃ সায়মথো দিবা চ নিশি চ ত্বৎপাদপদ্মে প্রভো  
চিত্তং মে রমতাং মুনীন্দ্র সততং যুনাং যুবত্যাশ্রমিব।।

স্নানে, ভোজনে, দানে, দ্বাণে, শ্রবণে, ধ্যানে, দর্শনে, স্পর্শনে এবং  
আলাপনে, প্রভাতে, সন্ধ্যায়, নিশি-দিনে, হে প্রভো, হে মুনীন্দ্র!  
তৎপাদপদ্মে আমার চিত্ত তরুণীর প্রতি তরুণদের চিত্তের মত সতত  
রমিত হোক।

(৯০)

মৎস্বামিন্ মদভিষ্টকল্পবিটপিন্ মদেবতে মদগুরো  
মন্মাতর্মদুপাস্য মৎপ্রিয়সখে মৎসদগতে মৎপিতঃ।

মদ্বিদ্যে মদশেষ দুঃখশামকৃৎ মদভাবনে সন্নিধে  
মনুজ্ঞে মদুদার ভাগ্যমদসো মদবুদ্ধ মাং পালয়।।

হে আমার প্রভো! হে আমার অভীষ্ট কল্পতরু। হে আমার দেবতে!  
হে আমার গুরো। হে আমার মাতঃ! হে আমার উপাস্য! হে আমার  
প্রিয় সখে! হে আমার প্রতিষ্ঠা! হে পিতঃ! হে আমার সন্নিধে! হে  
আমার নিধান! হে আমার মোক্ষ! হে আমার উদার ভাগ্য! হে  
আমার জীবন! হে আমার সর্বভক্ত! তুমি আমায় রক্ষা কর।



(৯১)

ব্রহ্মা জিহ্মাননোহভূদ গুরুঃ গুরুঃহন্যায়কোহন্যায়কোহসৌ  
বিষ্ণুঃস্বষ্টিং প্রপেদে কবির কবির ভূদীশ্বরোহনীশ্বরোপি ।

শেষঃ শেষানুভাবস্তব সুগত নুতৌ খণ্ডিতাখণ্ডলোক্তিঃ

কোহহং মূঢ়ো বরাকস্ত্রিদশনরপতে কীর্তনে তে গুণামাম্ ।।

হে সর্বভক্ত! তোমার গুণ কর্ম কীর্তনে ব্রহ্ম লজ্জাবনত, গুরু বৃহস্পতি  
দুর্বল, দিন নায়ক রবি অনায়ক, বিষ্ণু নীরব । কবি শুক্ল অকবি  
ঈশ্বরও অনিশ্বর । নাগরাজ উন মহিম, অখণ্ডত । ইন্দ্র উক্তিও খণ্ডিত ।  
হে ত্রিদশ পতে! ইহারা যদি অসমর্থ মন্দভাগ্য হয়, সামান্য নগন্য  
মানব আমি তোমার কীর্তি বর্ণনা কিরূপে করব?

(৯২)

দশদ্বয়ধিকবিংশতিঃ স্মুরদশীত্যানুব্যঞ্জনে-

র্মহাপুরুষলক্ষণং বপুষি যস্য দেদীপ্যতে ।

কলামপি ন ষোড়শীং ভজতি তস্য পুণ্যাত্মন-

শ্চতুর্মুখমুখো গণো দিবিষদাং নৃণাং কা কথা ।।

সেই সমৃদ্ধ শরীরে বত্রিশ প্রকার মহাপুরুষ লক্ষণ সমন্বিত ও অশীতি  
অনু ব্যঞ্জন যে দেহে দেদীপ্যমান, সেই পুণ্যাত্মার চতুর্মুখ ব্রহ্মা প্রমুখ  
দেবগণ ষোল কলার একাংশও নহেন, মানুষের কথাই বা কি?

(৯৩)

মহেন্দ্রনবচাপবত্ কনকপবএত সর্বতঃ

সদা তব মনোহরং স্মুরতি সুপ্রভামন্ডলম্ ।

দৃশো ভবতি গোচরং তদিহ যস্য তস্য ত্বরা

তমস্ততিমনুভুমা হরতি দুরমন্তর্বহিঃ ।।

তোমার মনোহর সুপ্রভামন্ডল (ব্যাম প্রভা) কনক পর্বতে সর্বদিকে  
পরিব্যাপ্ত নব ইন্দ্র ধনুর ন্যায় শরীরে সদা বিরাজমান । এই প্রভামন্ডল

ইহ জগতে যাঁর নেত্র গোচর হয়, তাঁর ভিতর বাইরের সমুদয়  
অন্ধকার সহসা বিনাশ প্রাপ্ত হয় ।

(৯৪)

রূপং লোচনলোভনং শ্রবণয়োরানন্দসন্দোহদা  
বাণী বিশ্ববিমোক্ষজ্জকৃন্তব কৃপা বেশোহতি শান্তস্তব ।  
পাণ্ডিত্যং প্রথিতং জগৎসু ভগবন্ সর্বজ্ঞনাম্ভৈব তে  
সাম্রাজ্যস্য চ যৌবনে নিরসনে বৈরাগ্যসীমাস্কুটম্ ।।

হে ভগবন! তোমার রূপ লোচন-লোভন, সুমধুর বাণী নিরতিশয়  
কর্ণারামক, তোমার সংসার দুঃখ মোচন কারিনী মহতী করুণা,  
তোমার উপশান্ত বেশ জগৎ প্রসিদ্ধ সর্বজ্ঞতারূপ পাণ্ডিত্য এবং  
যৌবনে সাম্রাজ্য নিরসনে (ত্যাগে) অসীম বৈরাগ্য পরিব্যক্ত হচ্ছে ।

(৯৫)

শৌর্য্য ত্বদ্বিশেষেষু দর্পদলনাদঙ্গীকৃতং দৈবতৈ-  
র্যদ্বাণৈঃ সসুরাসুরঃ প্রবিজিতো লোকোহয় মীষং করম্ ।  
বীর্য্য তে প্রকটীচকার নিতরাং নির্বানসাম্ভাৎকৃতিঃ  
কিং ব্রহ্মো বলবৈভবং ভগবতস্তত্ তে জগদ্বুর্বহম্ ।।

অবহেলায় যার শরজালে সুরাসুর সমস্ত লোকবিজিত; সেই  
কামদেবের দর্পদলনে দেবগণ তোমার শৌর্য্য স্বীকার করেছে এবং  
নির্বান সাধনা করায় তোমার বীর্য্য প্রকটিত হচ্ছে । হে ভগবন !  
আমি তোমার জগৎ ধুরবাহী বল বৈভবের কী বর্ণনা করব?

(৯৬)

যত্র ছাগতুরঙ্গমারণবিধির্বেদে তং নিন্দসি  
প্রেম্না প্রাণভূতামতং স করুণস্তত্তো মহান্নাপরঃ ।  
এবং তে গুণসম্পদো ন বিষয়া বুদ্ধের সূয়াত্মনাং  
তে মুঢ়াঃ প্রলপন্তি হন্ত সুগতো মদেদনিন্দীত্যয়ম্ ।।

যাতে ছাগ তুরাঙ্গাদি বধের বিধান আছে, প্রাণিগণের প্রতি স্নেহবশতঃ তুমি সেই বেদকেও নিন্দা করেছ। তুমি অদ্বিতীয় করুণাময়। কেবল দোষ দেখাই যাদের স্বভাব, তাদের বুদ্ধি তোমার গুণ সম্পত্তি দেখতে সমর্থ নহে। মূঢ়গণ প্রলাপ করে যে সুগত আমাদের বেদের নিন্দা করেছেন।

(৯৭)

নির্মজ্জত সুরসুন্দরীকুচ্চলনির্মন্দমন্দাকিনী—

ফেনক্ষীরসমুদ্র কৈরবসখী সদকীৰ্ত্তি লক্ষ্মীসুতব।

যং নালিঙ্গতি মন্দভাগ্যমধুনা ভূয়ান্ন তেনাপিত মে

সঙ্গঃ সঙ্গগদাদিবৈদ্য ভগবন্নেষাপি মে প্রার্থনা।

জল-ক্ৰীড়া রতা সুর সুন্দরী দেব বহুল কুচ (স্তন) সঙ্গলনে সমুথিত আকাশ গঙ্গার ফেন, ক্ষীরসমুদ্র এবং কুমুদের ননী তোমার সৎকীর্তি, লক্ষ্মী (শুভ্র যশঃ) অধুনা যেই দুর্ভাগাকে আলিঙ্গন করে না, হে আসক্তি ব্যাধি বৈদ্যবর ভগবন। আমার প্রার্থনা ইহার সঙ্গেও আমার যেন সঙ্গ না হয়।

(৯৮)

যে ত্বাং গচ্ছন্তি বুদ্ধং শরণমিতি ন তে দুর্গতি যান্তি সন্ত—

স্ত্যক্তবাকায়ন্যানুয্যান্নিরতিশয়সুখাং স্তেলভন্তেহথদিব্যান্।

দুঃস্বপ্নো দুর্নিমিত্তং দুরহিদুরহিতা দুঃখা দুষ্টসত্ত্বা

দুঃখং দুর্ব্যাধয়োহপি কুচিদিহ কুশলান্নোপসর্পন্তিচৈবম্।।

সেই সন্ত তোমাহে ন বুদ্ধ শরণগত হয়, সেই কখনো দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না, দেহান্তে দিব্য সুখ লাভ করে এবং ঐ কুশল কর্মের প্রভাবে এই সংসারে অবস্থান কালেও উহার কোথাও দুঃস্বপ্ন দুর্নিমিত্ত হয় না। তাকে দুষ্ট সর্প দংশন করে না, ত্রুর শত্রু, দুর্গহ, দুষ্ট প্রাণী, দুর্ব্যাধি দুঃখ আক্রমণ করে না।

(৯৯)

ছত্রং ব্রহ্মাবধন্তে মণিময়মমলং চামরং চক্রপাণিঃ  
স্তোতারো গদ্যপদ্যৈরগুরুফণিনঃ শার্ঙ্গিকোহভূন্বহেন্দ্রঃ ।  
অন্যে দীপোদকুণ্ডলধ্বজকুসুমলসৎপাণয়ো ভক্তিনম্রা-  
স্তসথুব্যাখ্যায় ধর্ম ভুবমবরুহতঃ স্বর্গতন্তে মুনীন্দ্র ।

হে মুনীন্দ্র! ইন্দ্রপুরে মাতা প্রমুখ দেবগণকে অভিধর্মদেশনা করে  
ভূতলে অবতরণ কালে ব্রহ্মা সোহস্পতি তোমার ছত্রধর, বিষ্ণু স্তেত  
চামরধর, বৃহস্পতি এবং শেষনাগ গদ্য-পদ্যে স্তাবক এবং ইন্দ্র স্বয়ং  
শঙ্খবাদক হয়ে ছিলেন । অন্যান্য দেবগণের কেহ দীপ জলঘট  
কেহ ধ্বজা এবং কেহ পারিজাত মন্দারাদি কুসুম মালা ধারণ করে  
ভক্তি সহকারে বিনম্রশিরে দাঁড়িয়ে ছিলেন ।

(১০০)

মাতেবাসীত পরস্ত্রী ভবতি পরধনে ন স্পৃহা যস্য পুংসো  
মিথ্যাবাদী ন যঃস্যান্ন পিবতি মদিরাং প্রাণিনো যো ন হন্যাৎ ।  
মর্যাদাভঙ্গভীরুঃ স করুণহৃদয় স্তজ্জসর্বাভিমানো  
ধর্মাত্মা তে স এব প্রভবতি ভগবন্ পাদপূজাং বিধাতুম্ । ।

হে ভগবন! পরস্ত্রী যাঁর মাতৃবৎ, যিনি পরধনে নিস্পৃহ, মৃষাবাদে বিরত,  
সুরা সেবনে বিরত, প্রাণিহত্যা় বিরত, মর্যাদা ভঙ্গে ভয়শীল, জীবের  
প্রতি সতত দয়াপন্ন এবং যিনি সকল অভিমান পরিহার করেছেন ।  
কেবল সেই ধর্মাত্মা ব্যক্তিই তোমার চরণ পূজা করতে সক্ষম ।

(১০১)

সর্বপ্রাণাতিপাতাত্ পরধনহরণাত্ সঙ্গমাদঙ্গনায়া  
মিথ্যাবাদাচ্চ মদ্যাঙ্ঘ্রবতিজগতি যোহকালভুক্তৈর্নিবৃত্তঃ ।  
সঙ্গীত শ্রক্সুগন্ধা ভরণবিলাসিতা দুচ্চশয়াসনাদ-  
প্যাসীদ্ধীমান্ স এব ত্রিদশনরগুরো ত্বত্সতো নাত্র শঙ্কা । ।



হে দেব নর গুরো! যিনি প্রাণী হত্যায় বিরত । চৌর্য্যে বিরত ।  
ব্রহ্মচারী, মৃষাবাদে বিরত, সুরাপানে বিরত, বিকাল ভোজনে নিবৃত্ত,  
নৃত্যগীত-বাদ্যাদি হতে বিরত, মালাগন্ধ বিলেপন আভরণ বিভূষণ  
থেকে বিরত এবং যিনি উচ্চ শয়নাসনাদি উপভোগে বিরত তিনিই  
নিঃসন্দেহে বুদ্ধিমান এবং বুদ্ধপুত্র বলে গণ্য হতে পারেন ।

(১০২)

শ্রোতাপত্যাদিমার্গাঃ সদবয়বযুতাঃ ঘৃন্তি রাগাদিদোষান্

দোষাস্তে ছিন্নমূলা হতভবগতয়ন্তফলৈযান্তি শান্তিমেব ।

মার্গানাং ক্লেশহানিঃ সদমৃতমজরং কারণং স্যান্নবানাং

ধৰ্ম্মানাং হেতুরেষাং তব জিন বচনং তস্য হেতুস্তমেব ।।

আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ যুক্ত শ্রোতাপত্তি আদি মার্গ চতুষ্টয় রাগাদি  
দোষ সমূহ হনন করে দেয় । যাঁর অবিদ্যা-ভ্রম মূল ছিন্ন, যাঁর  
ভবগতি নাশ প্রাপ্ত হয়ে গিয়েছে, সেই ব্যক্তি রাগ-দ্বेष মোহ দোষত্রয়ী  
ফলচিহ্ন দ্বারা উপশান্ত-চিহ্ন । মার্গ বিষয়ী রাগাদি ক্লেশ সমূহের  
নাশই সত, অমৃত, অজর নিব্বাণের কারণ । হে জিন! এই নব  
লোকোত্তর ধর্ম্মের কারণ তোমার অনুশাসন এবং অনুশাসনের কারণ  
স্বয়ং তুমিই ।

(১০৩)

বিংশতি সৎকায়দৃষ্টিং ক্ষিতধরমমলজ্ঞানবজ্রেন ভিত্বা

রাগদ্বেষাদিপাপং তদুদিতমখিলং কৰ্ম্ম চোন্মলয়ন্তঃ ।

চত্বারো লব্ধমার্গাস্তদনু গুণফলাস্তেহপি চত্বার এবং

ত্বন্ত্ৰাষ্টার্য্যসঙ্ঘঃ পৃথগিতি ন পুনশ্চিন্তয়ামো মুনীন্দ্র ।।

বিংশতি প্রকার সৎকায় দৃষ্টিরূপী পর্ব্বতকে নির্মল জ্ঞান বজ্রে সংঘাত  
প্রদান করে রাগদ্বেষাদি পাপ এবং তা হতে যে সমুদয় পাপ উৎপাদন  
সম্ভব- তৎ সমুদয়ের ও মূল উৎপাদন সমর্থ তোমার শ্রোতাপত্তি  
আদি চারি মার্গ এবং চারি ফল । হে মুনীন্দ্র! আমি উপলব্ধি করতে  
পারছি না যে তুমি আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ হতে পৃথক কিরূপে?



(১০৪)

অপি গগনমনন্তং সর্বসত্ত্বোহপ্যানন্তঃ

সফলমিদমনন্তং চক্রবালং বিশালম্ ।

বদসি জিন বিদিত্বানন্তয়া জ্ঞানগত্যা

তব চ গুণমনন্তং বেহসি বুদ্ধ ত্বমেবম্ ॥

এই আকাশ অনন্ত । সারা জীবজগৎ অনন্ত, এই বিশাল চক্রবাল  
অনন্ত । হে জিন! এতৎ সমুদয় অনন্ত জ্ঞান গতি তুমি অবগত হয়ে  
উপদেশ প্রদান কর । হে বুদ্ধ! তুমিই তোমার অনন্ত জ্ঞান মহিমা  
পরিজ্ঞাত ।

(১০৫)

ভগবতি ভবভীতিধ্বংসকারিণ্যমোঘে

ভবতু ভবতু ভক্তির্জন্ম জন্মান্তরেপি ।

ভবতু ভবতু ধর্মঃ সর্বথা মেহনুশাস্তা

ভবতু ভবতু সঙ্ঘোও নুত্তরা পুণ্যভূমিঃ ॥

একান্ত সংসারভয় বিনাশকারক ভগবান বুদ্ধের প্রতি আমার জন্যে  
জন্মে ভক্তি অটুট থাকুক । ধর্ম বিবিধ প্রকারে আমার অনুশাস্তা  
হোক । এবং আমার অনুত্তর পুণ্য ভূমি হোক ।

(১০৬)

ত্রিভুবন মহনীয়ং ত্র্যমভিষ্টুত্যা বুদ্ধং

বিশদতরমদব্রং পুণ্যমদ্রার্জিতং যত্ ।

জগতি সকহ সত্ত্বাস্তেন সম্বুদ্ধবোধিং

বিধূতবিবিধপাপা ভাবনাভির্ব্রজন্তু ॥

হে ত্রিলোক পূজ্য বুদ্ধ । অতিশয় ভক্তি সহকারে তোমার স্তুতি করে  
আমি বহু পুণ্য অর্জন করেছি । তৎ প্রভাবে জগতের প্রাণী মন্ডলীর

বিবিধ প্রকার পাপ বিনাশ হোক এবং যোগাভ্যাস ক্রমে সকলেই  
সমৃদ্ধ বোধি লাভ করুক ।

(১০৭)

ভাস্বদভানুকুলাম্বুজন্মমিহিরে রাজাধিরাজেশ্বরে  
শ্রীলঙ্কাধিপতৌ পরাক্রমভূজে নীত্যাযমহীং শাসতি ।  
সদগৌড়ঃ কবিভারতী ক্ষিতিসুর শ্রীরামচন্দ্র সুধীঃ  
শ্রোতৃণাম করোত্ সততশতকং ধর্ম্মার্থমোক্ষপ্রদম্ ।।

মনু মাক্ষাতাদি দ্বারা সুবিখ্যাত সূর্য্য বংশরূপী ফসলের সূর্য্য  
রাজাধিরাজ শ্রীলঙ্কাধিপতি পরাক্রম রাহুকে ধর্ম্মানুশাসনে শাসন  
করার সময় সমৃদ্ধ গৌড়দেশজ সুবুদ্ধিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ শ্রীরামচন্দ্র কবি  
ভারতী শ্রোতাদের ধর্ম্মার্থমোক্ষ ত্রিবর্গ সাধনের জন্য ‘ভক্তি শতকং’  
নামক গ্রন্থ রচনা করেছেন ।

ইতি শ্রীশাক্যমুনেভগবতঃ সর্ব্বজ্ঞস্য পরমোপাসকেন  
গৌড়দেশীয়েন শ্রীবৌদ্ধাগমচক্রবর্ত্তিনা ভূসুরেণাচার্য্যেন  
মহাপণ্ডিতেন (রামচন্দ্রেণ) বিরচিতং ভক্তিশতকং সমাপ্তম্ ।

শাক্যমুনি ভগবান সর্ব্বজ্ঞের পরমোপাসক গৌড়দেশীয় শ্রীবৌদ্ধাগম  
চক্রবর্ত্তী আচার্য্য মহাপণ্ডিত ব্রাহ্মণ রামচন্দ্র ভারতীর দ্বারা বিরচিত  
“ভক্তি শতকং” ।

-ঃ সমাপ্ত :-

শুভমস্তু

নামাষ্ট শতকম্

- ১। সমুদ্রং পৃথরীকাক্ষং সর্বজ্ঞং করুণাম্পদং ।  
সামন্তভদ্রং শাস্তারং শাক্যসিংহং নমাম্যহং ।।
- ২। শ্রীঘনং শ্রীমতিং শ্রেষ্ঠং শীলরাশিং শিবক্লরং ।  
শ্রীমত্তং শ্রীকরং শান্তং শান্তবেশং নমাম্যহং ।।
- ৩। নৈরাশ্বাদীনং সিদ্ধং নিরবদ্যং নিরাশ্রবম্ ।  
নীতিজ্ঞং নিৰ্মলাত্মানং নিকলঙ্কং নমাম্যহং ।।
- ৪। নিৰ্বাদং নিরহঙ্কারং নিবিকল্পং তথাগতং ।  
নিবধুত নিখিলক্লেশং নিস্প্রপঞ্চং নমাম্যহং ।।
- ৫। বিশ্বেশ্বরং বিমুক্তিজ্ঞং বিশ্বরূপং বিনায়কং ।  
বিশ্বলক্ষণ সম্পন্নং বীতরাগং নমাম্যহং ।।
- ৬। বিদ্যাচরণ সম্পন্নং বিশ্বেশং বিমলপ্রভং ।  
বিনীত বেশং বিপুলং বীতদোষং নমাম্যহং ।।
- ৭। দুর্দান্ত দমকং সর্বং শুদ্ধং শৌক্লোদনিং মুনিং ।  
সুগতং সুগতিং সৌম্যং শুভ্রকীর্তিং নমাম্যহং ।।
- ৮। যোগীশ্বরং দশবলং লোকজ্ঞং লোকপূজিতং  
লোকাচার্য্যং নিরাচার্য্যং লোকনাথং নমাম্যহং ।।
- ৯। কলঙ্কমুক্তং কামারিং অকলঙ্কং কলাধরং  
কান্তমূর্তিং দয়াপাত্রং কণকাভং নমাম্যহং ।
- ১০। পরমার্থং পরজ্যোতিং পরমং পরমেশ্বরং ।  
ভবাভবকরং ভব্যং ভগবন্তং নমাম্যহং ।।

- ১১ । মহামতিং মহাবীর্যং মহাভিজ্ঞং মহাবলং ।  
মহৌদার্যং মহাধৈর্যং মহাবাহুং নমাম্যহং । ।
- ১২ । আদ্যং পবিত্রং সর্বীয়ং অপরাজিতমচ্যুতং  
মিতং পরহিতং নাথং অমিতাভং নমাম্যহং । ।
- ১৩ । চতুর্মারারি বিজিতং তত্ত্বজ্ঞং শঙ্করং শিবং  
সত্ত্বসারং সদাচারং সার্থবাহং নমাম্যহং ।
- ১৪ । দেবদেবং মহাদেবং দেব বন্দিত মব্যয়ং ।  
প্রমাণাতীতং দেবেশং দিব্যরূপং নমাম্যহং । ।
- ১৫ । জিতেন্দ্রিয়ং জিতক্লেশং জিনেন্দ্রং পুরুষোত্তমং  
উত্তমং সত্তমং ব্রহ্মাং পুণ্যক্ষেত্রং নমাম্যহং ।
- ১৬ । ভক্তেদ্যং যং পঠেনিত্যং প্রাতরুথায় মানবা  
নামাষ্টশতকং পুণ্যম্ পবিত্রং পাপ নাশকম্  
সলভেথ মিতান ভোগান্ ভৌমাং স্বর্গোদ্ভবংস্তথা  
ব্যাধয়ন্তং নবাধন্তে দুঃস্বপ্ন তস্য নশ্যতি  
আয়ুরারোগ্য সম্পন্নশ্চ ভোগৈশ্বর্য্য সমন্বিতঃ  
মেধাবী কুলজো বাগ্মী ভবে জন্মানি জন্মানি ।

Copyright by:

Ven. Sugatapriya Bhikkhu

Bangkok, Thailand. September 15th, 2012





## লেখকের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

- ১। কর্মতত্ত্ব
- ২। পুদগল প্রজ্ঞপ্তি (চ. বি. পালি বিভাগে পাঠ্য)
- ৩। মালয়েশিয়া ভ্রমণ কাহিনী
- ৪। বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামে
- ৫। বোধি চর্যাবতার (চ. বি. পালি বিভাগে আংশিক পাঠ্য)
- ৬। সাধনার অন্তরায়
- ৭। বৌদ্ধ ধর্মীয় শিক্ষা
- ৮। সৌম্য সাম্যই শান্তির উৎস
- ৯। প্রজ্ঞাভূমি নির্দেশ (চ. বি. পালি বিভাগে পাঠ্য)
- ১০। ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের উত্থান-পতন
- ১১। ব্রহ্মবিহার
- ১২। চর্যাপদ (চ. বি. বাংলা বিভাগে পাঠ্য)
- ১৩। বুদ্ধের জীবন ও বাণী
- ১৪। গুরুদেব গুণালংকার মহাস্থবিরের জীবনী
- ১৫। রবীন্দ্র সাহিত্যে বৌদ্ধ সংস্কৃতি
- ১৬। বৌদ্ধ ধর্মের ক্রম বিকাশ ও পঞ্চ বুদ্ধ অনাথালয়, বান্দরবান